# বোখারী শরীফ

( বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা )

## দ্বিতীয় খণ্ড


মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার

ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

প্রাক্তন মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ,

বর্তমান শায়খুল-হাদীছ জামেয়া মোহাম্মদিয়া মোহাম্মদ পুর, ঢাকা

কর্তৃক অনুদিত।



হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## শায়খুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর

# —একটি আশার বাস্তব রূপ—

আল্লাহ্ তায়ালার লাখ লাখ শোকর যে, ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে বোখারী শরীফের বাংলা তরজমা প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম পিপাসু পাঠক সমাজে যেরূপ দ্রুত গতিতে উহার প্রসার লাভ হয় এবং যেরূপ ব্যাপকভাবে উহা বাংলার মোসলমান ভাইদের নিকট সমাদৃত হয় তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন যাবৎ উহার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারাই অপরিসীম জনপ্রিয়তার কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

এতদ্ভিন্ন সর্বোপরি বিস্ময়ের বিষয় হইল—আমার ন্যায় বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, জ্ঞানশূন্য অযোগ্য লোকের হাতে উহার সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হওয়া। আমার বাংলা ভাষা শিক্ষার শেষ সীমা শুধুমাত্র গ্রাম্য মসজিদের প্রভাতী মুন্সিয়ানা মক্তবে কলা পাতার শ্রেণী পর্য্যন্ত। এই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বোখারী শরীফের ন্যায় মহান কিতাবের বিষয়বস্তু সমূহকে বাংলা ভাষায় শুধু রূপদান করাই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। অতএব যাহারা আমার ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আর বিস্ময়ের সীমা থাকে নাই।

এইরূপে চতুর্দিক হইতেই কিছু কিছু বিস্ময়ের ঝড় ও আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। এইসব বিস্ময়কর বিষয়সমূহ আমি লক্ষ্য করি নাই এমন নহে, কিন্তু আমি তাহাতে মোটেই বিস্মিত হই নাই, বরং এই সবের অন্তরালে সীমাহীন রহমতের অতল সমুদ্রে তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারে এমন একটি বস্তুর প্রতিক্রিয়াকে আমি নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।

বিগত ১৯৪৪ সনের ঘটনা—আমি স্বদেশ হইতে সুবিজ্ঞ ওস্তাদগণের অধ্যাপনায় ছেহাহ্-ছেত্তা তথা আরবী বিদ্যালয় সমূহের সর্বশেষ ক্লাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় কেবলমাত্র ছেহাহ্-ছেত্তা হাদীছসমূহ বিশেষরূপে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে বাহির হই। তখনও আমি শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহ আলাইহের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম না। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ সমূহ যাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় বিরাজমান ছিল এবং তাঁহার অতুলনীয়

মনোমুগ্ধকর গুণাবলীর প্রতিভা যাহা পাক ভারত বরং বিশ্ব-আলেম সমাজকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; এই সবের আকর্ষণে আমি তাঁহার প্রতি ছুটিয়া যাইবার আকাঙ্খায় ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলি। অতঃপর যখন তাহার দেওবন্দস্থিত বাস ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হইল তখন আমার অন্তরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

তারপর তথা হইতে আমি বোম্বাইর নিকটস্থিত সুরাত জিলার অন্তর্গত 'ডাভেল' নামক স্থানে অবস্থিত সুবিখ্যাত মাদ্রাসায় পৌছিলাম। মনে বড় আশা যে, শায়খুল-ইসলাম (রঃ)-এর নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ করিব, কারণ তিনি সেই মাদ্রাসায় এই মহান কিতাবখানার অধ্যাপক। কিন্তু আল্লার কুদরতের শান যে, অযলীলাক্রমে আমার সে আশা পূরণে নানারূপ বাধা-বিপত্তি ও দীর্ঘ-সূত্রিতার সৃষ্টি হইতে লাগিল যাহা কিছুতেই শেষ হইতে ছিল না। এমনকি সেই দীর্ঘ-সূত্রিতার কারণে তথা হইতে ফিরিয়া আসার দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল। প্রায় দীর্ঘ চার মাস কাল এইরূপে আশা-নিরাশার তরঙ্গ দোলায় হাবুডুবু খাইতেছিলাম। কিন্তু আল্লার শোকর যে, এরই মধ্যে নানাপ্রকার শুভ স্বপ্ন আমার ঐসব দুশ্চিন্তার লাঘব করিয়া আমাকে স্বীয় আশা-আকাঙ্খা হইতে পদস্খলনে প্রবলরূপে বাধা প্রদান করিতেছিল।

একটি স্বপ্ন ত আমার শুভ ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সুসংবাদ বহনে আশ্চর্য্যজনক ভাবে বাস্তবায়িত হইয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল। যাহার বিবরণ এই—

দেওবন্দ মাদ্রাসার হাদীছ শিক্ষক মাওলানা ছৈয়্যদ আছগর হোসাইন (রঃ) যিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ওলীউল্লাহ বুজুর্গ ছিলেন। মোজাদ্দেদে-জমান মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এবং শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) শ্রেণীর ওলী-উল্লাহগণের সময়ে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মুরব্বী শ্রেণীর ওলীউল্লাহ বুজুর্গ গণ্য করা হইত। আমার দেশীয় ওস্তাদগণের এবং দেওবন্দী সমস্ত আলেমগণের তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনায় আমি নরাধমেরও তাঁহাকে দেখার পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বৎ ছিল। তিনি ওলামাদের মুখে হযরত মিঞা সাহেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দেশ হইতে "ডাভেল" যাওয়ার পথে কিছু দিন আমি থানাভবন খানকায় ছিলাম; তখন মাওলানা থানভী রহমতুল্লাহে আলাইহের ওফাত হইয়াছে অল্প কিছুদিন পূর্বে। খানকায় অনেক অনেক বুজুর্গেরই গমনাগমণ; হযরত মিঞা সাহেবও তথায় তশরীফ আনিয়াছেন। এই সর্বপ্রথম আমি তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। খানকার মসজিদে তিনি নামায পড়িতেছিলেন আমি তাঁহাকে পাখার বাতাস দেওয়ারও সুযোগ পাইয়াছিলাম। খানকায় অবস্থানরত "তুরশাহ" নামক এক মজযুব বুজুর্গ আমার হাত হইতে পাখা ছিনাইতে চাহিলে হযরত মিঞা সাহেব তাঁহাকে বাধা দিলেন এবং পাখা করার সৌভাগ্য আমার জন্যই থাকার আদেশ করিলেন।

"ডাভেল" মাদ্রাসায় পৌছিয়া শায়খুল-ইসলাম (রঃ)কে পাইবার আশা-নিরাশার টানা-হেঁচরায় জীবনের সর্বাধিক ব্যাকুলতায় কাল কাটিতেছিলাম। তখন একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখি, আমি ডাভেল যাত্রার পথে এক মসজিদে উপস্থিত হইয়াছি এবং হাতের সুটকেস সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছি। নামাযান্তে মসজিদের এক প্রান্তে কিছু লোক জামায়েত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ স্থানে কি? এক ব্যক্তি বলিল, ঐ স্থানে হযরত মিঞা সাহেব আছেন। আমি সুটকেসটা ফেলিয়াই তথায় যাইয়া বসিলাম। মজলিস শেষ হওয়ার পর আসিয়া দেখি, আমার সুটকেসটা চুরি হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইয়া হযরত মিঞা সাহেবকে বলিলাম, আমি ডাভেল যাইতেছি; আপনার মজলিসে বসিয়াছিলাম; আমার সুটকেসটা চুরি হইয়া গেল; ডাভেল যাত্রা অশুভ মনে হয়। হযরত মিঞা সাহেব স্বপ্নে যে উত্তর দিয়াছিলেন আজও উহার শব্দ আমার কাণে ধ্বনিত মনে হয়। তিনি বলিলেন جاؤ تمہیں اچھا ہوگا "যাও; শেষ ফল ভাল হইবে।"

এই শুভ স্বপ্নের আলিঙ্গনে আশার প্রাবল্য নিরাশাকে পরাস্ত করার উপক্রম; এরই মধ্যে একদিন দেখি, ডাভেল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ছুটিয়া চলিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ডাভেল গ্রাম সংলগ্ন "সিমলক" গ্রামে হযরত মিঞা সাহেব আসিয়াছেন। আজ আমি নিদ্রায় নহি, বাস্তব দেখিতেছি। আমিও ছুটিলাম; হযরত মিঞা সাহেবের মজলিসে যাইয়া বসিলাম। কিছু সময় পর লোকজন চলিয়া যাইতে লাগিল; সর্বশেষ মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেব এবং আমার পালা; তখন তথায় অন্য কেহ নাই। মোহতামেম সাহেব হযরত মিঞা সাহেবের খেদমতে আমার প্রতি ইশারা করিয়া অভিযোগ পূর্বক বলিলেন, হযরত এই ছেলেটি মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের ছাত্র, আমাদের মাদ্রাসায় আসিয়াছে; সে চলিয়া যাইতে চায়; তাহাকে একটু নছিহত করুন। হযরত মিঞা সাহেব মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের প্রসংশা করতঃ আমার প্রতি স্মিথ তাকাইয়া বলিলেন, جاؤ مت اچھا ہوگا যাইও না; ভাল হইবে।

স্বপ্ন আর বাস্তবের এই অপূর্ব মিল; আমি ইহাতে অভিভূত হইয়া আশার আনন্দে ডাভেল মাদ্রাসায় স্থিরপদ হইয়া রহিলাম।

আমার আশার প্রভাত উদীয়মান হইতে দেখা যাইতে লাগিল। শায়খুল ইসলাম (রঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন। মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ আমরা সকলেই আনন্দে আত্মহারা। আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম এবং সকলে মোছাফাহা করিলাম। সকলের মধ্যে তিনি আমাকে ঠাহর করিতে পারিলেন না, কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য যে, পূর্বে অনেক চিঠিপত্র লেখার দরুন নরাধমের নামটা তাঁহার মনে গাথা ছিল। রাত্রিবেলা অন্যান্য ছাত্রদের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আজিজুল হক নামের তালেব-এলম

এখানে আছে কি? সকলেই বলিল—জী হাঁ (তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ আমাকে দেওয়া হইল। শায়খুল-ইসলামের মুখে আমার নাম! আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। স্নেহভরে তিনি আমার প্রতি তাকাইলেন। তখন হইতেই তাঁহার আন্তরিক স্নেহ আমাকে সৌভাগ্যশালী করিল।

সেই জীবনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি স্নেহপূর্ণ বাক্য আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন। বাক্যগুলির প্রতিটি অক্ষর আমার অন্তরে খচিত রহিয়াছে। উহার প্রতিটি অক্ষর কিরূপে বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিয়াছি তাহা পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরার জন্যই উল্লিখিত ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। একদা তিনি আমাকে বলিলেন—

"بہت اچھا ہوا کہ تم اس سال میرے پاس پڑھنے آئے ہو میں اس سے پہلے غالباً دس دفعہ بخاری شریف پڑھا چکا ہوں میرا خیال ہے کہ پچھلے تمام سالوں کا مجموعہ میں اس سال پڑھاؤنگا اور شاید یہی میرا اخری پڑھانا ہے"

অর্থ—"এই বৎসর আমার নিকট অধ্যয়নে তোমার আগমন অত্যন্ত শুভ ও সময়োচিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি অন্ততঃ আরও দশবার বোখারী শরীফ পড়াইয়াছি। আমার ইচ্ছা—বিগত দশ বৎসরের সমুদয় অভিজ্ঞতার সমষ্টি আমি এই বৎসর শিক্ষাদান করিব। মনে হয়, ইহাই আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর।

ফার্সী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—قلندر هرچه گوید دیده گوید "আল্লার প্রিয় বান্দাগণ যাহা বলিয়া থাকেন তাহা যেন চাক্ষুস দেখিয়াই বলিয়া থাকেন।"

শায়খুল-ইসলাম (রঃ) সম্ভাব্যাকারে যে কথাটি প্রকাশ করিলেন যে, "মনে হয়—ইহাই আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর" তাঁহার উক্তিটি যেন নির্দ্ধারিত সত্যের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাহা অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর—তিনি ঐ বৎসর বিশেষ যত্নের সহিত বোখারী শরীফের অধ্যাপনা শেষ করিলেন। অতঃপর বৎসর শেষে মাদ্রাসা বন্ধ হইলে তিনি দেওবন্দস্থিত স্বীয় বাস-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলাম, এমনকি আমাকে তিনি অতি যত্ন ও আদরের সহিত স্বীয় বাস-ভবনেই রাখিলেন। আমি প্রায় এক বৎসর তাঁহার স্নেহ মমতার সাহচর্য্যে থাকিলাম। অধ্যাপনার সময় তাঁহার বর্ণিত তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনা সমূহ যাহা আমি পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়াছিলাম উহার পুনর্লিখন কার্য্য করিতেছিলাম এবং তাঁহার সংশোধনও গ্রহণ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, যেই রোগে তিনি দীর্ঘ

এগার মাস রোগ শয্যায় শায়িত রহিলেন। এই দিকে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঝড় বহিতে লাগিল। মোসলেম সমাজে নেতৃস্থানীয় লোকগণ তাঁহাকে রোগ শয্যায় অবসর দিলেন না। ধীরে ধীরে তিনি মোসলেম সমাজের রাজনৈতিক জীবন-মরণ সমস্যার একমাত্র সমাধান পাকিস্তান আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী অগ্রদূতগণের অন্যতম প্রধানরূপে তিনি কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অতএব দীর্ঘ এগার মাস কাল পর তিনি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গোটা জীবন রাজনৈতিক যুদ্ধে মোসলেম জাতিকে রক্ষা করার কার্য্যে উৎসর্গ হইয়া গেল। পাকিস্তান কায়েম হইল, তিনি পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সার্বভৌম পরিষদের প্রধানতম সদস্য মনোনীত হইলেন।

এইরূপে তাঁহার জীবন-সমুদ্রের গতি অধ্যাপনার দিক ছাড়িয়া অন্য দিকে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে অবকাশ পাইলেন না। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তিনি ভাওয়ালপুর সফর করিলেন। তথায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিরতরে এই জ্যোতিময় সূর্য্য ১৯৪৯ সনে অস্তমিত হইয়া গেল।

১৯৪৪ সনে তিনি যে বলিয়াছিলেন, "মনে হয়—এই বৎসরের অধ্যাপনাই আমার শেষ অধ্যাপনা।" তাঁহার সেই ধারণাই বাস্তবে রূপায়িত হইল—

قلندر هرچه گوید دیده گوید "আল্লার অলিগণ যাহা কিছু বলিয়া থাকেন তাহা সেন চাক্ষুশ দেখিয়াই বলিয়া থাকেন"। বাস্তবিকই ১৯৪৪ সনের পর তাঁহার অধ্যাপনার যুগ আর ফিরিয়া আসে নাই।

১৯৪৪ সনে তিনি এই নরাধমকে লক্ষ্য করিয়া আরও একটি কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথাটিই এখানে বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—

امید ہے تمہارے ذریعہ سے بنگال میں میری کچھ باتیں پہنچے گی

"আমি আশা করি আমার বর্ণিত কিছু বিষয়বস্তু বাংলাদেশে তোমার দ্বারা প্রসার লাভ করিবে।" দীর্ঘ ১৪ বৎসর পূর্বে ১৯৪৪ সনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহে উল্লিখিত উক্তিটি আমার কানে এখনও ধ্বনিত মনে হয়। ১৯৫৭—৫৮ সন হইতে বোখারী শরীফের বাংলা তরজমা বাংলার মোসলমান ভাইবোনদের হস্তে সমাদৃত হওয়া আরম্ভ করিলে পর শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহের উল্লিখিত উক্তিটির বাস্তবরূপ আমার চোখে ভাসিয়া উঠিল।

বোখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছে-কুদসীতে বর্ণিত আছে—আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, "কোন বান্দা যখন আমার প্রিয় হইয়া যায় তখন সে আমার নিকট যাহাই প্রত্যাশা করে আমি তাহাই তাহাকে দান করিয়া থাকি।"

রসুল ও নবীগণ মানবের হেদায়েতের প্রতি কিরূপ লালায়িত থাকেন কোরআন শরীফের একাধিক আয়াতে উহার আভাস পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলেন—لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين "মক্কার ধুরন্ধর কাফেররা ঈমান আনিতেছে না সেই অনুতাপে আপনি নিজেকে হালাক করিয়া দিবেন মনে হয়।" রসুল ও নবীর নায়েব—আল্লার ওলী ও খাটী আলেমগণ সাধারণতঃ সেই প্রকৃতিরই হইয়া থাকেন।

শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহের অন্তরে বাংলার মোসলেম সমাজের প্রতি আকৃষ্টতার উদয় হইল, কিন্তু তিনি বাংলাভাষী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার মনের এই আকর্ষণের অছিলায় আমি নরাধমের অদৃষ্ট-নক্ষত্র চমকিয়া উঠিল।

শায়খুল-ইসলাম (রঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এখানে উহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নেহাত মামুলী ও স্বাভাবিক ভাবে যে উক্তিটি করিয়াছিলেন আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান তাঁহার সেই উক্তি নিষ্ফল ও প্রতিক্রিয়াহীন যাইতে দিলেন না। বরং তাঁহার সেই উক্তি ও আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার বাস্তব ব্যবস্থা ও অছিলা সৃষ্টি করিলেন। কি আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা! আমার ন্যায় অযোগ্য নরাধম যাহার বাংলা ভাষা শিক্ষার শেষ সীমা ও বিদ্যার দৌড় সম্বন্ধে পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে; এতদসত্ত্বেও এই অযোগ্য নরাধমকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অপার করুণা বলে এতটুকু তৌফিক দান করিলেন যে, নিতান্ত মামুলী সাধারণভাবে হইলেও বাঙ্গালা ভাষী মুসলিম ভাইবোনদের বোধগম্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে মহান কিতাব বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ পেশ করিতে সক্ষম হইলাম। (সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ তায়ালার।)

মান-মর্যাদার ভাষা বলিতে আমার অনুবাদে মোটেই নাই, কিন্তু আমার ন্যায় অযোগ্য, বাংলা ভাষায় দখলহীন ব্যক্তির পক্ষে বোখারী শরীফের মত মহান কিতাবকে বাংলা ভাষায় রূপ দানই নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

এতদ্ব্যতীত বোখারী শরীফের অনুবাদ বাংলার মুসলিম ভাই-বোনদের নিকট যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে এবং যে প্রকার বিদ্যুৎ গতিতে ইহার প্রসার লাভ ঘটিয়াছে তাহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এই সবই সম্ভবপর এবং সহজ-সাধ্য হইয়াছে এই কারণে যে, এই সবের মূলে ছিল বিগত ১৯৪৪ সালে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহের আশা-আকাঙ্খা মূলক বাক্যের রূপায়ণ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে—

ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره

অর্থাৎ "আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি আছেন যাহারা (নিজ উক্তিতে) কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ তায়ালা তাহা অবশ্যই পূরণ করেন।"

শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহে যে সেইরূপ বান্দাদের একজন, বোখারী শরীফের বাংলা তরজমার ঘটনাবলী উহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ।

প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন শায়খুল ইসলাম রহতুল্লাহ আলাইহের পবিত্র আত্মার প্রতি ছাওয়াব-রেছানী এবং দোয়া করিয়া তাঁহার হক আদায় করিতে সচেষ্ট হন ; প্রত্যেক পাঠকেরই তিনি ওস্তাদ।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি অনুরোধ স্মরণ করাইয়া দিব যে আমার পিতা মরহুম হাজী এরশাদ আলীকে দোয়ার সময় ভুলিবেন না। তাঁহার অছিলা ও আপ্রাণ চেষ্টা এবং খালেছ নিয়তের বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনাদের খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছেন। আখেরাতের দৌলত ও সৌভাগ্য লাভের অছিলা—দোয়া ইত্যাদি লাভ করার সুযোগ দেখিলেই মরহুম মাতা-পিতার কথা আমার মনে জাগিয়া উঠে এবং মনে চায় সেইরূপ সুযোগের সম্পূর্ণটুকুই মরহুম মাতা-পিতার জন্য উৎসর্গ করি। বোখারী শরীফ বাংলা তর্জমার পাঠক পাঠিকাগণের প্রাণে আমি নরাধমের প্রতি স্নেহ-মমতার উদয় হইবে বলিয়া আমি আশা পোষণ করি, তাই তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, প্রত্যেকেই আমার মরহুম মাতা-পিতার রুহের প্রতি ছওয়াব-রেছানী ও দোয়া করিবেন।

হে আল্লাহ ! আমি নরাধমের এই নগণ্য খেদমতটুকু কবুল কর, ইহার দ্বারা মোসলেম সমাজকে উপকৃত কর এবং ইহাকে আমার ও আমার মরহুম মাতা-পিতার মাগফেরাতের অছিলা বানাইয়া দাও। আমীন—আমীন—আমীন।

—*—

# সূচী-পত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **নবম অধ্যায়** | |
| যাকাত | ১ |
| কাফেরদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই | ৭ |
| রসূলুল্লার উপর ঈমান না আনিলে | ১১ |
| কোরআনের প্রতি ঈমান না আনিলে | ১৫ |
| একমাত্র ইসলামেই মুক্তি | ১৭ |
| মোমেন হওয়ার জন্য কি কি আবশ্যক | ১৮ |
| আমল গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত | ১৯ |
| কাফেরের ভাল কর্ম নিষ্ফল | ১৯ |
| যাকাত আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণ | ৩০ |
| যাকাত না দেওয়ার গোনাহ ও শাস্তি | ৩০ |
| যে ধন সম্পদের যাকাত দেওয়া | ৩৮ |
| মালের হক আদায়ে মাল ব্যয় করা | ৪৫ |
| লোক দেখানো দানের পরিণতি | ৪৭ |
| হারাম মালের দান খয়রাত | ৪৮ |
| দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হওয়া চাই | ৪৯ |
| দান-খয়রাত অল্প হইলেও প্রতিফল বেশী | ৫২ |
| ধনের আকর্ষণ থাকাকালীন দান প্রশংসনীয় | ৫৪ |
| প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করা | ৫৫ |
| গোপনে দান-খয়রাত করা | ৫৬ |
| অজ্ঞাতসারে অপাত্রে দান করা | ৫৬ |
| অজ্ঞাতসারে পুত্রকে দান করা | ৫৭ |
| প্রয়োজনাতিরিক্ত হইতে দান করিবে | ৫৮ |
| দান করিয়া খোটা দেওয়া | ৫৯ |
| দান-খয়রাতের জন্য সুপারিশ করা | ৬০ |
| অমুসলিম থাকাকালীন দান-খয়রাত | ৬১ |
| দান-খয়রাত কার্য্য পরিচালকের ছওয়াব | ৬১ |
| স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন দান করা | ৬৩ |
| দান-খয়রাতের সুফল | ৬৩ |
| দাতা ও কৃপণের দৃষ্টান্ত | ৬৩ |
| উত্তম জিনিষ দান করা | ৬৪ |
| দান-খয়রাত করা মোসলমানের কর্তব্য | ৬৪ |
| কি পরিমাণ মালে যাকাত ফরজ | ৬৫ |
| যে কোন বস্তু দ্বারা যাকাত আদায় করা | ৬৬ |
| যাকাতে অপকৌশল করিবে না | ৬৬ |
| বিভিন্ন বস্তু যে পরিমাণের উপর যাকাত ফরজ হয় | ৬৭ |
| উটের যাকাত | ৬৭ |
| বকরীর যাকাত | ৬৭ |
| রৌপ্যের যাকাত | ৬৮ |
| আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দান করা | ৬৯ |
| ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত ফরয নয় | ৭১ |
| যে ধন-দৌলত অশুভ | ৭১ |
| ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত থাকা | ৭২ |
| লিপ্সা ছাড়া কোন কিছু হাছেল হইলে | ৭৪ |
| ধন-সম্পদ বাড়াইবার জন্য ভিক্ষা করা | ৭৫ |
| কেমন মিসকীনকে দান করিবে | ৭৫ |
| উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত | ৭৭ |
| ফল কাটার সময় যাকাত আদায় করিবে | ৭৯ |
| দানকৃত বস্তু পুনঃ ক্রয় করা | ৮০ |
| দানকৃত বস্তু দান গ্রহণকারীর নিকট হইতে আসিলে সাধারণ মালের ন্যায় গণ্য হইবে | ৮০ |
| বাধ্যতামূলক যাকাত আদায় করা | ৮১ |
| যাকাত দাতার জন্য দোয়া করা | ৮১ |
| কতিপয় বস্তুর উপর বাইতুল মালের হক | ৮২ |
| সরকার কর্তৃক যাকাতের হিসাব লওয়া | ৮২ |
| যাকাতের বস্তুসমূহ চিহ্নিত করা চাই | ৮৩ |
| ছদকায়ে-ফেৎর | ৮৩ |
| **দশম অধ্যায়** | |
| হজ্জ | ৮৭ |
| শুদ্ধ হজ্জের ফজিলত | ৮৭ |
| মিকাত বা এহরামের স্থান | ৮৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| হজ্জের সফরে পাথেয় গ্রহণ | ৮৯ |
| এহরাম অবস্থায় সুগন্ধযুক্ত কাপড় ব্যবহার | ৯০ |
| এহরামের পূর্বক্ষণে সুগন্ধি ব্যবহার করা | ৯০ |
| রসুলুল্লার এহরামের স্থান | ৯১ |
| এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাপড় | ৯২ |
| হজ্জের কার্য্য সম্পাদনে যানবাহন | ৯২ |
| এহরাম অবস্থায় পরিধেয় | ৯২ |
| এহরাম বাধিতে তল্‌বিয়া বলা | ৯৪ |
| তল্‌বিয়া | ৯৫ |
| এহরাম বাধিবার সময় আল্লার প্রশংসা | ৯৫ |
| কেবলামুখী হইয়া এহরাম বাধা | ৯৬ |
| হায়েজ-নেফাছ অবস্থায় এহরাম | ৯৬ |
| অন্যের এহরামে এহরাম নির্ধারণ | ৯৭ |
| হজ্জের সময় | ৯৯ |
| হজ্জের প্রকার | ১০০ |
| মক্কা শরীফ প্রবেশের পূর্বে গোসল | ১০৫ |
| কোন্ পথে মক্কায় প্রবেশ করিবে | ১০৫ |
| বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা | ১০৫ |
| হরম শরীফের ফজিলত | ১০৮ |
| হরম শরীফে সকলের সমান অধিকার | ১১০ |
| মক্কাস্থিত হযরতের বাড়ী | ১১০ |
| হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) দোয়া | ১১১ |
| কাবা শরীফ ইহজগতের ধারক | ১১২ |
| বাইতুল্লাকে গেলাফে আচ্ছাদিত রাখা | ১১৩ |
| কাবা শরীফের বিনাশ সাধন | ১১৪ |
| হজ্‌রে-আসওয়াদ চুম্বন করা | ১১৬ |
| কাবার ভিতরে নামায পড়া | ১২০ |
| বাইতুল্লার ভিতর প্রবেশ না করা | ১২০ |
| বাইতুল্লার ভিতরে তকবীর বলা | ১২১ |
| তওয়াফের মধ্যে রমল করা | ১২১ |
| ছড়ির সাহায্যে হজ্‌রে-আসওয়াদ চুম্বন | ১২৩ |
| বাইতুল্লার কোণকে ভক্তিভরে স্পর্শ করা | ১২৪ |
| হজ্‌রে-আসওয়াদ চুম্বন করা | ১২৬ |
| মক্কায় পৌঁছিয়া, সর্বাগ্রে তওয়াফ করিবে | ১২৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| নারী-পুরুষ একই সময়ে তওয়াফ করা | ১২৬ |
| তওয়াফ করাকালীন কথা বলা | ১২৭ |
| ফজর ও আছরের পরে তওয়াফ করা | ১২৭ |
| কিছুতে আরোহণে তওয়াফ করা | ১২৮ |
| তওয়াফ ও উহার নামাযের মছআলাহ | ১২৯ |
| হাজীদের পানি পান করানো | ১৩০ |
| যমযমের পানি দাড়াইয়া পান করা | ১৩১ |
| ছাফা ও মারওয়ার ছায়ী ওয়াজেব | ১৩১ |
| ৮ই জিলহজ্জ জোহরের নামায | ১৩৪ |
| আরফায় অবস্থানের দিন রোযা না রাখা | ১৩৪ |
| মিনা হইতে আরফা যাওয়ার পথে | ১৩৫ |
| আরফার ময়দানে | ১৩৫ |
| আরফায় অবস্থান আবশ্যক | ১৩৭ |
| আরফা হইতে মোযদালেফা | ১৩৭ |
| মোযদালেফায় নামাযের সময় | ১৩৮ |
| মোযদালেফা হইতে মিনা রওয়ানা | ১৪০ |
| তামাত্তো হজ্জ | ১৪২ |
| কোরবানীর জানোয়ারের উপর আরোহণ | ১৪৩ |
| কোরবানীর জানোয়ারকে চিহ্নিত করা | ১৪৩ |
| কোরবানীর জানোয়ার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি খয়রাত করা | ১৪৪ |
| স্ত্রীর পক্ষে স্বামী কর্তৃক কোরবানী | ১৪৪ |
| হাজীদের কোরবানী মিনায় হইবে | ১৪৫ |
| নিজ হস্তে কোরবানীর জানোয়ার জবেহ | ১৪৫ |
| কোরবানীর অংশ কসাইকে দিবে না | ১৪৬ |
| যে কোরবানীর গোশত কোরবানী দাতা খাইতে পারে | ১৪৬ |
| হজ্জের কার্য্য সমূহে অগ্র-পশ্চাৎ করা | ১৪৭ |
| এহরাম খুলিতে মাথা কামানো | ১৪৭ |
| কঙ্কর নিক্ষেপ করার মছআলাহ | ১৪৮ |
| বিদায়-তওয়াফ | ১৫০ |
| তওয়াফের পূর্বে ঋতু আরম্ভ হইলে | ১৫০ |
| মোহাচ্ছাবে অবতরণ করা | ১৫১ |
| জু-তুয়া স্থানে অবতরণ | ১৫৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| রসূলুল্লার বিদায়-হজ্জ | ১৫৫ |
| হজ্জ উপলক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করা | ১৭৩ |
| ওমরা করা আবশ্যক | ১৭৩ |
| হজ্জের পূর্বে ওমরা করা | ১৭৪ |
| রমজানে ওমরা করা | ১৭৫ |
| 'তানয়ীম' হইতে ওমরা করা | ১৭৫ |
| কি কি কার্যে ওমরা পূর্ণ হয় | ১৭৭ |
| হজ্জ বা জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে | ১৭৮ |
| হাদীছের প্রত্যাবর্তনে সম্বর্দ্ধনা | ১৮০ |
| হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনে বাড়ীতে | ১৮০ |
| এহরামের পর প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন | ১৮১ |
| চুল কাটিবার পূর্বে কোরবানী করিবে | ১৮৫ |
| হজ্জের সফরে সংযমশীল হওয়া | ১৮৬ |
| এহরাম অবস্থায় বন্যজীব বধ করিলে | ১৮৬ |
| এহরামযুক্ত ব্যক্তি অন্যের শিকার করা বন্যজীবের গোশত খাইতে পারিবে | ১৮৭ |
| এহরামযুক্ত ব্যক্তি জীবিত বন্যজীব গ্রহণ করিবে না | ১৮৯ |
| এহরাম অবস্থায় হরম শরীফে যে জীব বধ করা জায়েয | ১৮৯ |
| হরম শরীফের ঘাস-পাতা কাটিবে না | ১৯০ |
| এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা | ১৯১ |
| " " বিবাহ করা | ১৯১ |
| " " নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ | ১৯১ |
| " " গোসল করা | ১৯২ |
| " " চাদর না থাকিলে | ১৯২ |
| " " অস্ত্র সঙ্গে রাখা | ১৯৩ |
| এহরাম ব্যতীত হরম শরীফে প্রবেশ করা | ১৯৪ |
| এহরাম অবস্থায় অজ্ঞাতসারে জামা পড়া | ১৯৪ |
| হজ্জের পথে মৃত্যু হইলে | ১৯৫ |
| মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা | ১৯৬ |
| ভ্রমণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা | ১৯৬ |
| অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের হজ্জ | ১৯৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| নারীদের হজ্জ করা | ১৯৭ |
| হাটিয়া কাবা শরীফে যাওয়ার মান্নত | ২০০ |
| পবিত্র মদিনার ফজিলত | ২০১ |
| ৯৫৩নং হাদীছ—আলী (রাঃ)এর নিকট কোন বিশেষ এলম ছিল কি ? | ২০২ |
| মদীনার বৈশিষ্ট্য | ২০৫ |
| মদীনার অপর নাম তাবাহ | ২০৭ |
| মদীনার বসবাস ত্যাগ করা দুঃখজনক | ২০৭ |
| মদীনাবাসীকে ধোকা দেওয়া | ২১১ |
| দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না | ২১১ |
| মদীনা অসৎ লোকদিগকে বাহির করে | ২১৩ |
| মদীনার জন্য হুযূরের দোয়া ও অনুরাগ | ২১৪ |
| ঈমান মদীনার প্রতি ধাবিত হয় | ২১৫ |
| বেহেশতের বাগান সোনার মদীনায় | ২১৬ |
| ৯৭০নং হাদীছ—মদীনায় মৃত্যুর আকাঙ্খা | ২২০ |


## একাদশ অধ্যায়


| | |
|---|---|
| রমজানের রোযা ফরজ | ২২৩ |
| রোযার ফজিলত | ২২৩ |
| রমজান মাসের মর্য্যাদা | ২২৯ |
| রোযা অবস্থায় মিথ্যায় লিপ্ত হওয়া | ২৩১ |
| রোযাদারের আনন্দ | ২৩২ |
| যৌন উত্তেজনা রোধে রোযা | ২৩২ |
| চাঁদ দেখার উপর রোযা ও ঈদ নির্ভরশীল | ২৩৩ |
| রমজানের চাঁদ দেখার পূর্বে রোযা রাখা | ২৩৫ |
| রমজানের রাত্রে পানাহার জায়েয | ২৩৬ |
| তাহাজ্জুদের আজান সেহেরী খাওয়ার প্রতিবন্ধক নহে | ২৩৮ |
| বিলম্বে সেহেরী খাওয়া | ২৩৮ |
| সেহেরী খাওয়া ও ফজরের নামাযের মধ্যকার ব্যবধান | ২৩৯ |
| সেহেরী খাওয়ায় বরকত লাভ হয় | ২৩৯ |
| দিনে রোযার নিয়্যত করিলে | ২৩৯ |
| রোযাদারের জানাবত অবস্থায় প্রভাত | ২৪০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য ব্যবহার করা | ২৪০ |
| রোযা অবস্থায় গোসল করা | ২৪১ |
| রোযা অবস্থায় ভুলবশতঃ পানাহার | ২৪২ |
| রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করা | ২৪৩ |
| রোযা অবস্থায় নাকে পানি দেওয়া | ২৪৩ |
| রোযা ভঙ্গকারী কার্য্য করা | ২৪৪ |
| রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা বা বমি আসা | ২৪৫ |
| হুকর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা | ২৪৬ |
| রোযা কাজা করার অনুমতি | ২৪৭ |
| হুকর অবস্থায় অধিক কষ্টে রোযা নিষিদ্ধ | ২৪৭ |
| সামর্থবান লোককে রমযানের রোযা রাখিতেই হইবে | ২৪৮ |
| রমজানের কাজা রোযা আদায়ের নিয়ম | ২৫০ |
| হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কাজা করিতে হইবে | ২৫০ |
| কাজা রোযা আদায়ের পূর্বে মৃত্যু ঘটিলে | ২৫০ |
| এফতারের সঠিক সময় | ২৫১ |
| এফতারে বিলম্ব না করা | ২৫১ |
| এফতারের পর সূর্য্য দেখা গেলে | ২৫২ |
| ছেলে-মেয়েদের রোযা রাখা | ২৫২ |
| রোযার দিনে সূর্য্যাস্তের পরে পানাহার করা চাই | ২৫২ |
| সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোযা রাখা | ২৫৪ |
| বন্ধুকে নফল রোযা ভঙ্গের কসম দেওয়া | ২৫৪ |
| শা'বান মাসে রোযা রাখা | ২৫৫ |
| নফল রোযা রাখার নিয়ম | ২৫৫ |
| নফল রোযা রাখিতে দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে | ২৫৬ |
| কাহারও খাতিরে নফল রোযা ভঙ্গ করা | ২৬০ |
| প্রতি মাসের শেষ ভাগে রোযা রাখা | ২৬১ |
| শুধুমাত্র শুক্রবার রোযা রাখা | ২৬২ |
| কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করা | ২৬৪ |
| ইয়াওমে আরফা—৯ই জিলহাজ্জের রোযা | ২৬৪ |
| ঈদের দিন রোযা রাখা | ২৬৫ |
| আশুরা—মহররমের ১০ তারিখের রোজা | ২৬৬ |
| তারাবীর নামায | ২৬৮ |
| তারাবীর নামাযের রাকাত সংখ্যা | ২৭০ |
| লাইলাতুল কদরের ফজিলত | ২৭৪ |
| লাইলাতুল-কদরের সম্ভাব্য সময় | ২৭৫ |
| রমজানের শেষ দশ দিন | ২৭৬ |
| এ'তেকাফের বয়ান | ২৭৬ |
| এতেকাফে বাড়ীতে আসিবে না | ২৭৬ |
| রাত্রে এ'তেকাফের মান্নত মানিলে | ২৭৬ |
| এ'তেকাফে মসজিদে জায়গা ঘেরাও। | ২৭৭ |
| এ'তেকাফরত স্বামীর সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ | ২৭৮ |
| রমযানের কুড়ি দিন এ'তেকাফ করা | ২৭৮ |


## দ্বাদশ অধ্যায়


| | |
|---|---|
| তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্য—ভূমিকা | ২৮১ |
| হালাল-হারামের বিচার | ২৮৮ |
| ব্যবসায়ীদের দান-খয়রাত আবশ্যক | ২৯২ |
| রিজিক কোশাদার আমল | ২৯৩ |
| নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা | ২৯৩ |
| ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নম্র ব্যবহার করা | ২৯৩ |
| অক্ষম খাতককে সময় দেওয়া | ২৯৪ |
| অক্ষম খাতককে মাফ করা | ২৯৪ |
| ক্রেতা ও বিক্রেতার সত্যবাদী হওয়া | ২৯৪ |
| ভাল মন্দ মিশাল বস্তু বিক্রি করা | ২৯৭ |
| সুদ নিষিদ্ধ সর্বজনীন ও হারাম | ২৯৭ |
| সুদ দাতা, গ্রহীতা, সাক্ষী, লিখক প্রত্যেকেই গুনাহের ভাগী | ৩০২ |
| ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া | ৩০৩ |
| দোষী বস্তুর ক্রেতা উহা রাখিতে চাহিলে | ৩০৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| রক্তমোক্ষণ ব্যবসা করা | ৩০৪ |
| খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা | ৩০৪ |
| ক্রয়-বিক্রয় নাকচের ক্ষমতা রাখা | ৩০৬ |
| একই বৈঠকে কথা হইতে ফিরিতে চাহিলে | ৩০৭ |
| জিনিষ হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা | ৩০৮ |
| একজনের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথা চলাকালীন অন্য জনের কথা বলা নিষিদ্ধ | ৩০৯ |
| নিলাম প্রথায় বিক্রয় করা | ৩১০ |
| ক্রেতাকে ধোকা দেওয়া | ৩১১ |
| স্পর্শের দ্বারা বিক্রি সাব্যস্ত করা | ৩১২ |
| পশু বিক্রির পূর্বে ওলানে দুগ্ধ জমা করা | ৩১৩ |
| গ্রাম্য ব্যক্তিকে শহরে বস্তু বিক্রয়ের সুযোগ প্রদান করা চাই | ৩১৩ |
| আমদানীকারকগণ কর্তৃক পণ্য বিক্রি করার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা | ৩১৪ |
| এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে বিনিময় | ৩১৬ |
| স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বাকী ক্রয়-বিক্রয় | ৩১৭ |
| ফল-ফসল অনুমান করিয়া সেই জাতীয় তৈরী বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা | ৩১৮ |
| কোন বৃক্ষের ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে বিক্রি করা | ৩২০ |
| ধারে ক্রয়-বিক্রয় করা | ৩২১ |
| এক জাতীয় বস্তুর ভাল-মন্দে বিনিময় | ৩২১ |
| ফলযুক্ত বৃক্ষ বিক্রি করা হইলে | ৩২৩ |
| শুষ্ক ফল-ফসল কাঁচার বিনিময়ে | ৩২৩ |
| শস্য-ফসল পুষ্ট হওয়ার পূর্বে বিক্রি | ৩২৪ |
| অমোসলেমের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করা | ৩২৪ |
| মৃত পশুর কাঁচা চামড়া বিক্রি করা | ৩২৫ |
| ছবির ব্যবসা করা | ৩২৬ |
| শরাব তথা মদের ব্যবসা হারাম | ৩২৭ |
| কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার পরিণতি | ৩২৭ |
| মৃত প্রাণী এবং মূর্তি বিক্রি করা নিষিদ্ধ | ৩২৮ |
| কুকুর বিক্রয় করা এবং উহার অর্জিত অর্থ | ৩২৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় | ৩৩৩ |
| হক্কে-শোফার বিবরণ | ৩৩৬ |
| হক্কে-শোফার অধিকারীকে প্রথমে আহ্বান করা | ৩৩৬ |
| পারিশ্রমিকে কাজ নেওয়া | ৩৩৭ |
| অমোসলেম শ্রমিক নিয়োগ করা | ৩৩৮ |
| শ্রমিক মজুরী নিয়া না গেলে তাহার প্রাপ্য থাকিবে | ৩৩৮ |
| ঝাড় ফুক ইত্যাদির বিনিময় গ্রহণ করা | ৩৪০ |
| রক্তমোক্ষণ কার্যের পারিশ্রমিক | ৩৪১ |
| ষাঁড়ের পাল ও প্রজননের মজুরী | ৩৪২ |
| একজনের দেনা অন্য জনের উপর দেওয়া | ৩৪৩ |
| মৃত ব্যক্তির ঋণের ভার গছিয়া লওয়া | ৩৪৪ |
| ঋণ ইত্যাদির ব্যাপারে জামিন গ্রহণ করা | ৩৪৪ |
| ১১৩৫নং হাদীছ—আশ্চর্য্য ঘটনা | ৩৪৭ |
| ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া | ৩৪৮ |
| কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবলী | ৩৫০ |
| বৃক্ষ রোপণের ফজীলত | ৩৫১ |
| লাঙ্গল-জোয়াল লোকদের মান নিম্নস্তরে নিয়া যায় | ৩৫২ |
| বাগানের সেবার বিনিময়ে উৎপন্নের অংশ | ৩৫৩ |
| বর্গা প্রথা জায়েয | ৩৫৩ |
| টাকা পয়সার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেওয়া | ৩৫৭ |
| জমিনের নির্দিষ্ট স্থানের শস্যের শর্তে বর্গা শুদ্ধ নহে | ৩৫৭ |
| উৎপন্নের অংশের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া | ৩৫৭ |
| যত দিন আল্লাহ্ রাখেন ততদিনের জন্য বর্গা | ২৫৮ |
| বেহেশতে যাইয়া জমি চাষ করার ঘটনা | ৩৬১ |
| অনাবাদ ভূমিকে যে আবাদ করে | ৩৬১ |
| সেচ ও পানি সম্পর্কীয় বিষয়ের বিবরণ | ৩৬২ |
| পানির স্বত্বাধিকারী স্বীয় প্রয়োজনে অগ্রগণ্য | ৩৬৩ |
| আবশ্যকাতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে বঞ্চিত করা | ৩৬৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| আবশ্যক বোধে প্রবাহমান নদী-নালার গতি রোধ করা | ৩৬৫ |
| পিপাসা নিবারণ করার ফজীলত | ৩৬৬ |
| পতিত জমির কোন অংশ নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়া | ৩৬৭ |
| পতিত জমি কাহাকেও দেওয়া | ৩৬৮ |
| ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বয়ান | ৩৬৯ |
| প্রাপকের তাগাদায় ক্ষুব্ধ না হওয়া | ৩৭০ |
| দেনা মাফ লইতে পারিলে রেহাই পাওয়া যাইবে | ৩৭১ |
| ঋণ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা | ৩৭২ |
| ঋণ পরিশোধে টাল-বাহানা করা | ৩৭২ |
| দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কাহারও মাল থাকিলে | ৩৭৩ |
| ধন-সম্পদের অনিষ্ট সাধন নিষিদ্ধ | ৩৭৪ |
| মামলা-মকদ্দমা সম্পর্কে | ৩৭৯ |
| বিচারকের নিকট অভিযুক্তের দোষ বলা | ৩৮২ |
| স্বীয় প্রাপ্য ওয়াসিলের তাগাদা করা | ৩৮৩ |
| পথে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে | ৩৮৪ |
| অপরের পশুর দুগ্ধ দোহন করা | ৩৮৭ |
| অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের পরিণতি | ৩৮৭ |
| বেহেশত লাভকারীদের পরস্পর অন্যায় অবিচার সমূহের কর্তন ও পরিশোধ | ৩৮৯ |
| মোসলমান পরস্পর জুলুম ও অত্যাচার করিতে পারে না | ৩৮৯ |
| মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য করা | ৩৮৯ |
| অত্যাচারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা | ৩৯০ |
| অত্যাচারিত হইয়াও ক্ষমা করা | ৩৯০ |
| অত্যাচারের বিষময় ফল | ৩৯১ |
| মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করা | ৩৯১ |
| অন্যের হক মাফ করাইয়া লওয়া | ৩৯২ |
| জায়গা-জমি অন্যায়রূপে দখল করা | ৩৯৪ |
| অনুমতি লইয়া অন্যের হক ভোগ করা | ৩৯৪ |
| ঝগড়া-বিবাদকারী ব্যক্তির পরিণতি | ৩৯৫ |
| মিথ্যা মোকদ্দমার পরিণতি | ৩৯৫ |
| অন্যায়রূপে আত্মসাৎকারীর ধন হইতে স্বীয় হক ওয়াসিল করা | ৩৯৫ |
| প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন | ৩৯৭ |
| রাস্তা-ঘাটে বসা | ৩৯৭ |
| পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা | ৩৯৮ |
| পথের পরিমাণ | ৩৯৮ |
| কাহারও মাল লুট করা বা ছিনাইয়া নেওয়া | ৩৯৮ |
| মদের পাত্র ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা | ৩৯৮ |
| স্বীয় ধন রক্ষার্থে মৃত্যু হইলে ? | ৩৯৯ |
| অপরের বর্তন পেয়ালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে | ৩৯৯ |

# আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ● وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার। দরূদ এবং সালাম সমস্ত

الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ● خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

নবী ও রসুলগণের প্রতি বিশেষতঃ নবী ও রসুলগণের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি—যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ ● وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ●

সর্বশেষ নবী—তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ●

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটী ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন—তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ●

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী ও দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن !!!

আমীন! আমীন!! আমীন!!!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

## নবম অধ্যায়

## যাকাত

নামায যেমন ইসলামের একটি স্তম্ভ ও অপরিহার্য্য ফরজ, যাকাতও তদ্রূপ ইসলামের একটি স্তম্ভ ও ফরজ। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বহু আয়াতে ফরমাইয়াছেন— اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ "তোমরা নামায কায়েম কর অর্থাৎ উহাকে অতি উত্তমরূপে আদায় কর এবং যাকাত দান কর।"

যাকাতও নামাযের ন্যায় হিজরতের পূর্বেই ফরজরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছের মধ্যে এই দাবীর প্রমাণ রহিয়াছে। আবু সুফিয়ানের বর্ণনার মধ্যে ছিল— يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ অর্থাৎ ঐ নবী হওয়ার দাবীদার ব্যক্তি "আমাদিগকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়া থাকেন।" আবু সুফিয়ান হিজরতের পূর্বের অবস্থাই বর্ণনা করিতেছিলেন।

৭২৮। হাদীছঃ— قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن

اِنَّكَ سَتَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

অর্থ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামান দেশে (শাসনকর্তারূপে) পাঠাইতেছিলেন; তখন তিনি তাঁহাকে (তাঁহার কার্য্যধারার উৎকৃষ্ট পন্থা শিক্ষাদান পূর্বক কতকগুলি উপদেশ ও সতর্ক-বাণী দান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এমন এক দেশে চলিয়াছ যে দেশবাসী কেতাবধারী কাফের—ইহুদী-নাছারা; (তাহাদিগকে সহজ উপায়ে দীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিতে) প্রথমে তাহাদিগকে ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি অর্থাৎ তৌহীদ ও রেছালাতের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার প্রতি আহ্বান জানাইবে, তথা কলেমা—لا اله الا الله محمد رسول الله "একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার বাণীবাহক সাচ্চা রসুল" এই স্বীকারোক্তির প্রতি আহ্বান জানাইবে। যদি তাহারা ইহা শীরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লয় তবে (তাহারা মোসলমান জামায়াত ভুক্ত হইল।) তৎপর তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা (সকল মোসলমানের ন্যায়) তাহাদের উপরও প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছেন। যদি তাহারা ইহা গ্রহণ করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা (সকল মোসলমানদের ন্যায়) তাহাদের উপরও মালের যাকাত ফরজ করিয়াছেন; যাহা তাহাদের (ধনীদের) হইতে উসুল করিয়া গরীবদিগকে দান করা হইবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে এইরূপ সতর্কও করিয়া দিলেন যে, তাহারা যাকাত দানে স্বীকৃত হইলে খবরদার! কখনও তাহাদের ধন-সম্পত্তির মধ্য হইতে ভাল ভালগুলি বাছিয়া লইও না।

তিনি আরও সতর্ক করিয়া দিলেন যে, (খবরদার! কাহারও প্রতি কোনরূপ জুলুম বা অন্যায়-অত্যাচার করিয়া) মজলুমের বদ দোয়ার ভাগী হইও না। কারণ, মজলুমের (আ···হ ও) বদ-দোয়া বিনা বাধায় সরাসরি আল্লার দরবারে তৎক্ষণাৎ পৌঁছিয়া যায়। (সাধারণতঃ ট্যাক্স আদায়কারীগণ জুলুম করিয়া থাকে; সেই জুলুমের কারণেই রাষ্ট্রের এবং জাতির পতন আসে; উহার প্রতিরোধের জন্যই এই সতর্কবাণী।)

৭২৯। হাদীছ :— ان رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم

اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهٗ مَالَهٗ وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَبٌ مَالَهٗ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ -

অর্থ ঃ—আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন*—(একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছফরে উষ্ট্রে আরোহিত ছিলেন।) এক ব্যক্তি (জনতার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া হযরতের উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়া বসিল এবং) আরজ করিল, আপনি আমাকে এমন আমল বা কর্ম বলিয়া দেন যাহা করিলে আমি (দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে এবং) বেহেশত লাভ করিতে পারি। ঐ ব্যক্তির কার্য্যক্রমে সকলেই বিরক্তি প্রকাশে বলিতে লাগিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার কি হইয়াছে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা কি বুঝিবে—তাহার কি হইয়াছে? সে ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়া আসিয়াছে। (এই বলিয়া হযরত আকাশের প্রতি তাকাইলেন, অতঃপর প্রশ্নকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিষয়টি অতি বড়। আমি উত্তর দিতেছি; তুমি মনোযোগের সহিত শুন এবং উপলব্ধি কর।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে চারিটি বিষয় বলিয়া দিলেন।) (১) এক আল্লার এবাদৎ করিবে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁহার (এবাদতের মধ্যে তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে বা গুণাবলীর মধ্যে) শরীক বা অংশীদার করিবে না। (২) নামায কায়েম করিবে। (৩) যাকাত আদায় করিবে। (৪) আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের হক রক্ষা করিয়া চলিবে। (এই বলিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন আমার উটের লাগাম ছাড়িয়া দাও।)

**ব্যাখ্যা ঃ**—"আল্লার এবাদৎ করিবে" অর্থাৎ এক আল্লার বন্দেগী করিবে, একমাত্র তাঁহারই গোলামী অবলম্বন করিবে, সর্বদা সর্বাবস্থায় তাঁহার আদেশ-নিষেধসমূহ জীবনের প্রতি স্তরে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহার বাধ্যগতরূপে চলিবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মানুষের পারলৌকিক পরিত্রাণ দুই স্তরের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হইল আকিদা অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও মুখের বাচনিক আনুগত্য ও স্বীকৃতির স্তর, যাহাকে "ঈমান" বলা হয়; ইহা পরিত্রাণের মূল ভিত্তি। দ্বিতীয়টি হইল আমল বা কর্ম ও জীবন-যাপন পদ্ধতির স্তর। প্রথম স্তরের বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ঈমানের অধ্যায়ে এবং মোটামুটি বিবরণ ৬৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। মোমেন ও মোসলমান মাত্রই এই প্রথম স্তরের বিষয়সমূহের সম্পর্কধারী হইতে হয়; অতঃপর তাহার দ্বিতীয় স্তরে আজীবন বিরামহীন সাধনা করিয়া চলিতে হয়।

আলোচ্য হাদীছে প্রশ্নকারী ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে প্রথম স্তরের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা অনাবশ্যক, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই ঈমানের দৌলত হাছিল করিয়াছেন। তাই হযরত (দঃ) এখানে শুধুমাত্র দ্বিতীয় স্তরের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাও অতি সংক্ষিপ্তরূপে।

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু সমূহ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রহিয়াছে। (ফতহুলবারী দ্রষ্টব্য)

প্রথমতঃ জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহূর্তে সংযত রাখার সুদূর প্রসারী এবং সুগভীর ও বিস্তির্ণ ক্রিয়াবিশিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য বলিলেন যে, কর্ম জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি মুহূর্তে নিজকে এক আল্লার দাস ও গোলামরূপে পরিচালিত করিবে। কোন ব্যক্তি বা শক্তি বা স্বীয় নফছের খাহেস ও প্রবৃত্তির দাসত্ব ও গোলামী করতঃ তাহার বাধ্যতায় চলিয়া বা তাহার পূজা করিয়া আল্লার শরীক সাব্যস্তকারী হইবে না।

অতঃপর নামায, যাকাত আত্মীয়তা রক্ষা এই তিনটি বিষয়কে এক এক প্রকার বিশেষ সতর্ককরণ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিয়াছেন: তাহা এই যে, আল্লার দাসত্ব ও গোলামী শুধু নিয়্যত-এরাদা ও উদ্দেশ্যের পর্য্যায়ে করিলে চলিবে না। অর্থাৎ আল্লার দাসত্ব এইরূপে করিলে চলিবে না যে, কর্ম ও কর্মপন্থা এবং আদর্শ স্বীয় মনগড়ারূপে স্থির করিয়া উহাকে আল্লার দাসত্বের এরাদা ও উদ্দেশ্যযুক্ত করিয়া দিবে—এই পন্থা মোটেই চলিবে না, বরং এরাদা, উদ্দেশ্য, কর্ম এবং কর্মপন্থা ও আদর্শ সর্ব পর্য্যায়েই আল্লার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্বীয় কিতাবে ও স্বীয় প্রতিনিধি বা রসুল মারফত মানবের জন্য আল্লার দাসত্বের প্রতীক স্বরূপ যে সব কার্য্যক্রম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং কর্মপন্থা বাতলাইয়া দিয়াছেন এবং মানব জীবনের জন্য স্বীয় রসুলের মারফৎ যে সব আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, আল্লার দাসত্বের উদ্দেশ্যে সেই সব কার্য্যক্রমগুলিকে ঐ কর্মপন্থার মাধ্যমে পূর্ণরূপে আদায় করিয়া স্বীয় জীবনকে ঐ আদর্শে পরিচালিত করিতে হইবে; ইহাই হইল প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার দাসত্ব বা আল্লার এবাদত। ঐ সমস্ত কার্য্যাবলী ও কর্মপন্থা এবং আদর্শ বিভিন্ন বিভাগীয়। কারণ মানুষের জীবন-সম্বন্ধ বিভিন্ন স্তরের; যেমন—পারিবারিক ও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত বিভাগের মধ্যে আবার দৈহিক-আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক-আধ্যাত্মিক। ইহা ছাড়া আরও বহু বিভাগ আছে, কিন্তু এই তিনটি বিভাগ প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রতি মুহূর্তে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভাগে আবার বিভিন্ন কার্য্যাবলী আছে। এইখানে উদাহরণ স্বরূপ এক একটি উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ব্যক্তিগত জীবনের দৈহিক-আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের মধ্যে নামায। এই পর্য্যায়ের কার্য্যক্রম আরও আছে, যেমন রোযা, জেকের ইত্যাদি। কিন্তু উহাদের মধ্যে নামাযই প্রধান এবং প্রত্যহ বার বার উহা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়িবে স্বভাবতঃ সে রোযা, ইত্যাদিও পালন করিবে। তাই এই বিভাগের মধ্যে নামাযই উল্লেখযোগ্য। এইরূপে ব্যক্তিগত জীবনের আর্থিক-আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমের মধ্যে যাকাতকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমে আত্মীয়বর্গের হক রক্ষা করার আদর্শ উল্লেখ করিয়াছেন।

মূলকথা এই যে, প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ শরীয়ত বর্ণনা করা কখনও সমীচীন বা সংগত নহে, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে চারটি বিষয়ের মাধ্যমে পূর্ণ শরীয়তের প্রতিই ইঙ্গিত

দিয়াছেন এবং অতি সুন্দররূপে ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রথমতঃ অতি সংক্ষেপে এমন একটি বাক্য বলিয়াছেন যাহার প্রভাব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহূর্তে সংযত রাখিবে। অতঃপর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আল্লার দাসত্ব করার একমাত্র অর্থ ও নিয়ম এই যে, তাঁহারই নির্দেশিত কার্য্যাবলী তাঁহারই নির্দ্ধারিত পন্থায় তাঁহারই দাসত্বের উদ্দেশ্যে করিয়া যাইবে এবং তাঁহারই বর্ণিত আদর্শে নিজেকে পরিচালিত করিবে। এসবের সমষ্টির নামই হইল ইসলাম বা শরীয়ত এবং এখানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঐ শরীয়ত বা ইসলামের বিস্তীর্ণ কার্য্য-বিভাগ সমূহের এক একটি উদাহরণ মাত্র। অতএব বেহেশত লাভের আকাঙ্খাপূরণ মাত্র উল্লিখিত তিনটি কার্য্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—অধুনা কোন কোন লোককে অজ্ঞতা বা ভ্রান্তধারণা বশতঃ এরূপ উক্তি করিতে শুনা যায় যে, তৌহীদ—একত্ববাদ এবং এক আল্লার উপাসনা মানবের নাজাত ও পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। হযরত মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। কেহ কেহ আরও পরিস্কার সুরে বলিয়া ফেলে যে, পরকালে পরিত্রাণ বা ভাল কর্মের ভাল ফল পাইবার জন্য ইসলাম ধর্মের কোনই বাধ্য-বাধকতা নাই, বরং যে কোন ধর্মে বা অবস্থায় থাকিয়া আল্লার উপাসনা আরাধনা করিলে পরকালে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে এবং ভাল কাজ করিলে বেহেশত লাভ করা যাইবে।

মোসলমান ভাইগণ! সাবধান ও সতর্ক থাকিবেন—এইরূপ মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণ স্পষ্ট কুফুরী। এইরূপ মতবাদ পোষণকারী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবং হাজার এবাদত-বন্দেগী করিলেও তাহার জীবনের সমস্ত নেক আমল ঐ একটি মাত্র ভুল মতবাদের দরুন ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, যেরূপ স্তূপীকৃত ছন ও খড়-কুটা একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ফলে তাহার চিরজাহান্নামী নরকবাসী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বিধর্মী অমোসলেম কাফেররা অবশ্য ঐরূপ আকিদাধারী হইয়া থাকে, নতুবা কাফের থাকিবে কেন? কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কোরআন ও হাদীছের প্রতি বিশ্বাসী মোসলমান হওয়ার দাবীদার কোন কোন মানুষও ঐরূপ উক্তি করিয়া ফেলে। সেজন্য মোসলমানদের সাবধান ও সতর্ক থাকা কর্তব্য।

এ বিষয়ে যুক্তির দিক দিয়া সংক্ষেপে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, চৌদ্দশত বৎসরকাল হইতে স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে, কোরআন শরীফ আল্লার কালাম তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত আল্লার বাণী কিতাব ও ফরমান এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেরিত আল্লার রসুল ও প্রতিনিধি। বিশ্বের বুকে আল্লার প্রেরিত ও নিয়োজিত এই মহান ব্যক্তি ও মহাবাণীর আবির্ভাবকালে

বিশ্ববাসীর প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ—বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, ধার্মিক-অধার্মিক, সবল-দুর্বল, বড়-ছোট, রাজা-প্রজা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কায়দা কৌশলে উক্ত দাবীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার চেষ্টাই করিয়াছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে, কেহই উহাকে বানচাল করিতে সক্ষম হয় নাই। উক্ত দাবীদ্বয়ের প্রামাণ্যতা অটুট ও অক্ষুন্ন রাখার যথেষ্ট প্রমাণ সর্বদার জন্যও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে। মোসলেম সমাজ ঐ দাবীদ্বয়ে সর্বপ্রকার তর্কের প্রতিউত্তর দানে সর্বদা প্রস্তুত; সুতরাং উল্লেখিত বিষয় ও দাবীদ্বয় স্থিরীকৃত ও অবধারিত।

অতঃপর ইহাও অতি সুস্পষ্ট যে, কাহাকেও স্বীয় মনীব স্বীকার করিয়া তাঁহার ফরমান ও প্রতিনিধিকে অস্বীকার করিলে সেই মনীবের সন্তুষ্টিভাজন হওয়া এবং তাঁহার নিকট পুরস্কৃত হওয়াকে কোন যুক্তিই সমর্থন করে না।

যুক্তির দিক দিয়া আর অধিক কিছু না বলিয়া মুসলমান সমাজকে সতর্ক রাখার জন্য তাহাদের প্রাণ-বস্তু কোরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আলোতে নিম্নলিখিত কতিপয় মোটামুটি বিষয় প্রমাণিত করা হইতেছে। যদ্দারা পূর্বোল্লিখিত ভ্রষ্টতাপূর্ণ মতবাদের অসাড়তা উজ্জ্বলাকারে প্রতীয়মান হইবে।

(১) কাফের ব্যক্তির জন্য কস্মিনকালেও পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ নাই। কাফের হওয়ার অপরাধ ও পাপে সে অনন্তকাল আজাব ভোগ করিবে।

(২) যে ব্যক্তিই হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ঈমান না আনিবে সে অনিবার্য্যতঃ কাফের পরিগণিত হইবে এবং অনন্তকালের জন্য নরকবাসী হইয়া আজাব ভোগ করিবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি কোরআন শরীফের উপর ঈমান না আনিবে সে কাফের হইবে এবং চিরকাল দোযখের আজাব ভোগ করিবে।

(৪) একমাত্র মোমেনের জন্যই পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ এবং একমাত্র ইসলাম ধর্মই আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনীত এবং পছন্দনীয় ও গ্রহণীয় ধর্ম; অন্য কোন ধর্মই আল্লার নিকট গ্রহণীয় নহে।

(৫) মোমেন বা মুসলমান পরিগণিত হওয়ার জন্য রসুল ও কোরআন উভয়ের প্রতি, বরং আরও কতিপয় বস্তুর প্রতি ঈমান ও স্বীকারোক্তি আবশ্যক।

(৬) যে কোন নেক আমল তথা ভাল কর্ম আল্লার নিকট গ্রহণীয় অর্থাৎ পরকালে বেহেশতের নেয়ামত-লাভ ও পরিত্রাণের সূত্র হওয়ার জন্য ঐ আমলকারী ব্যক্তির মোমেন মোসলমান হওয়া আবশ্যক।

(৭) কাফের ব্যক্তির ভাল কর্ম পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে একেবারেই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে। এমনকি ছওয়াব ও পুণ্যের উদ্দেশ্যে যত ধন-দৌলতই খরচ করুক পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণে সে উহার কোনই সুফল পাইবে না।

এইসব সত্য ও তথ্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মুক্তিদাতা ও প্রতিফল দানের মালিক আল্লাহ তায়ালার নির্দ্ধারিত আইনের সুস্পষ্ট ধারা। এই ধারাসমূহ কোরআন শরীফের বহু সংখ্যক আয়াত ও অনেক অনেক হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ প্রত্যেকটি ধারার সহিত কতিপয় প্রমাণ উল্লেখ করা হইবে।

## ১। কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই :

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا۔ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ۔

অর্থ :—নিশ্চয় জানিও, যাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত কাফের রহিয়াছে তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ থাকিবে এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত লোকদের পক্ষ হইতেও অভিশাপের পাত্র তাহারা হইবে। সেই অভিশাপের (আজাবের) মধ্যে তাহারা চিরকাল থাকিবে; মুহূর্তের জন্যও তাহাদের আজাব বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে একটুও অবকাশ দেওয়া হইবে না। ( ২ পাঃ ৩ রুঃ )

(২) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ۔ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

অর্থ :—যাহারা কাফের তাহাদের বন্ধু হয় শয়তান; শয়তানের দল তাহাদিগকে ( ঈমানের ) আলো হইতে ( কুফুরীর ) অন্ধকারের দিকে নিয়া যায়; তাহারা নরকবাসী; চিরচাল তাহারা সেই নরকেই থাকিবে। ( ৩পাঃ ২ রুঃ )

(৩) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ۔

অর্থ :—কাফেরদের ধন-জন তাহাদিগকে আল্লার আজাব হইতে বাচাইবার জন্য বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না এবং তাহারা দোজখের জ্বালানী হইয়া থাকিবে। ( ৩ পাঃ ১০ রুঃ )

(৪) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ

ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ. أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

অর্থ:--যাহারা কাফের এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের এক একজন জগৎভর্তি স্বর্ণও যদি মুক্তি পাইবার জন্য আল্লার রাস্তায় খরচ করে তাহাও গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন সহায়তাকারী থাকিবে না। (৩ পা: ১৭ রু:)

(৫) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا

وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ. هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ:--নিশ্চয় যাহারা কাফের তাহাদের ধন-জন আল্লার আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং তাহারা নরকবাসী হইবে, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। (৪ পা: ৩ রু:)।

(৬) إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا.

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ:—নিশ্চয় যাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরী অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের (লক্ষ-কোটি কাফেরী-শেরেকী) কার্য্য-কলাপে আল্লার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না, পরন্তু তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৪ পা: ৯ রু:)

(৭) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ.

ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ. وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

অর্থ:---শহরে-বন্দরে কাফেরদিগকে (জাকজমকের সহিত) চলাফেরা করিতে দেখিয়া ধোকা খাইও না; ইহা অতি সল্পকালীন সুখ, অতঃপর তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, উহা অতি কষ্টের বাসস্থান। (৪ পা: ১১ রু:)

(৮) وَأَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

অর্থঃ—আমি কাফেরদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (৫ পাঃ ৩ রুঃ)

(৯) إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

অর্থঃ—আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। (৫ পাঃ ১২ রুঃ)

(১০) إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا.

إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.

অর্থঃ—যাহারা কুফরীর ন্যায় অন্যায় করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য ক্ষমাকারী হইবেন না এবং জাহান্নামের পথ ব্যতীত অন্য পথ তাহাদিগকে দিবেন না। জাহান্নামের মধ্যেই তাহারা চিরকাল অনন্তকাল থাকিবে। (৬ পাঃ ৩ রুঃ)

(১১) إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه

ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ولهم عذاب أليم.

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ولهم عذاب مقيم.

অর্থঃ—কাফের ব্যক্তিরা যদি সমস্ত জগৎবাসী ধন-সম্পত্তির দ্বিগুণের মালিকও হয় এবং উহা খরচ করিয়া পরকালের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে তাহাদের সেই চেষ্টাও বৃথা হইবে। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। তাহারা দোযখ হইতে বাহির হওয়ার জন্য লালায়িত থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই বাহির হইতে পারিবে না। তাহাদের জন্য এমন আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে যাহার সমাপ্তি নাই। (৬ পাঃ ১০ রুঃ)

(১২) والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.

অর্থঃ—যাহারা কাফের তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে হাকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। (৯ পাঃ ১৮ রুঃ)

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ۔ (১৩)

অর্থ :—কাফেররা জাহান্নামের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। ( ১০ পা: ১৩ রু: )

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۔ (১৪)

অর্থ :—আমি কাফেরদিগকে সল্পকালের জন্য ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুযোগ-সুবিধা দান করিব, অত:পর তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের মধ্যে পতিত হইতে বাধ্য করিব। (২১পা: ১২রু:)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۔ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ (১৫)

مِّنْ عَذَابِهَا ۔ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۔

অর্থ :—কাফেরদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। তথায় তাহাদিগকে মরিতে দেওয়া হইবে না—মৃত্যুকে অনুমতি দেওয়া হইবে না তাহাদেরে স্পর্শ করিতে, সুতরাং মৃত্যু তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং জাহান্নামের আজাব তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হইবে না। প্রত্যেক কাফেরকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দান করিব। ( ২২ পা: ১৬ রু: )

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (১৬)

অর্থ :—কাফেরদের প্রতি তোমার প্রভু প্রবর্তিত বিশেষ নির্দেশ ( Ruling ) ইহাই যে, তাহারা নরকবাসী। ( ২৪ পা: ৬ রু: )

وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ (১৭)

অর্থ :—কাফেরদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (২৫ পা: ৪রু:)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيٰتِكُمُ (১৮)

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ

فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۔

অর্থ :—কাফেরদিগকে দোযখের সন্নিকটে দাঁড় করাইয়া বলা হইবে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহু উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহের মজা উড়াইয়াছ এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ

করিয়াছ। এখন তোমাদিগকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক আজাব ভোগ করিতে হইবে যেহেতু তোমরা দুনিয়াতে অনধিকাররূপে অহংকারে মত্ত হইয়া (সত্য ধর্ম হইতে) ঘাড় মোড়াইয়াছিলে এবং (আমার নির্দ্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করিতেছিলে। (২৬ পাঃ ২ রুঃ)

(১৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ۔

অর্থ:—যাহারা কাফের তাহারা (হয়ত দুনিয়াতে কিছু) সুখ ভোগ করিবে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, কিন্তু শেষ ঠিকানা ও বাসস্থানরূপে দোযখই তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত। (২৬ পাঃ ৬ রুঃ)

(২০) اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا۔

অর্থ:—কাফেরদের জন্য আমি অসংখ্য শিকল, গলাবন্ধ এবং প্রজ্জলিত ভীষণ অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (২৯ পাঃ ১৯ রুঃ)

## ২। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর উপর ঈমান না আনিলে?

(১) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ۔

অর্থ:—যাহারা আল্লার নাফরমানী করিবে এবং আল্লার রসুলের নাফরমানী করিবে এবং আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিবে আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নামে দাখেল করিবেন। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং তাহাদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ও আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৪ পাঃ ১৩ রুঃ)

(২) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ۔

অর্থ:—যে ব্যক্তি রসুলের বরখেলাফ চলিবে—হেদায়েতের পথ তাহার সম্মুখে উজ্জল হওয়ার পরে, অর্থাৎ মোমেনদের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ অবলম্বন করিবে। (পরীক্ষা ক্ষেত্র দুনিয়াতে) আমি তাহার জন্য তাহার অবলম্বিত পথে বাধার সৃষ্টি করিব না, কিন্তু (ফল ভোগের সময় পরকালে) তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইব। (৫ পাঃ ১৪ রুঃ)

আয়াতটি কত স্পষ্ট ও বিস্তারিত।

(৩) وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا۔

অর্থ:—যাহারা আল্লার সঙ্গে কুফরী করিবে, তাঁহার ফেরেশতাদের সম্বন্ধে কুফরী করিবে, তাঁহার কিতাবসমূহ সম্বন্ধে কুফরী করিবে, তাঁহার রসুলগণ সম্বন্ধে কুফরী করিবে পরকালের দিন সম্বন্ধে কুফরী করিবে নিশ্চয় তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া সত্য পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। (৫ পাঃ ১৭ রুঃ)

(৪) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ

وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ

ذٰلِكَ سَبِيْلًا۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا۔ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا۔

অর্থ:—যাহারা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলগণের সঙ্গে কুফরী করে এবং চায় যে, আল্লার মধ্যে এবং তাঁহার রসুলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) পার্থক্য প্রবর্তন করে এবং এইরূপ উক্তি করে যে, আমরা কতেকের উপর (যেমন আল্লার উপর) ঈমান রাখি এবং কতেকের উপর (যেমন, রসুলের উপর) ঈমান রাখি না এবং এইরূপে (কাটছাট করিয়া কতেক বাদ দিয়া কতেক রাখিয়া) মাঝামাঝি রাস্তা অবলম্বন করার অভিপ্রায় রাখে তাহারা নিঃসন্দেহে কাফের। এই সব কাফেরদের জন্য আমি এমন আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যেই আজাবে তাহারা চিরকাল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকিবে। (৬ পারা ১ রুকু)

(৫) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ۔

وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ....

অর্থ:—হে মানব! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার পক্ষ হইতে সত্য (ধর্ম) নিয়া তাঁহার রসুল তথা তাঁহার প্রতিনিধি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়াছেন। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, তোমরা (সেই রসুলকে এবং তিনি যে সত্য ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন উহাকে) মানিয়া ও

গ্রহণ করিয়া লও। তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। আর যদি তোমরা তাঁহাকে অমান্য ও অগ্রাহ্য কর তবে তাহা হইবে কুফুরী। কুফুরী করিলে স্মরণ রাখিও, (আল্লার শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। কারণ,) জমিন-আসমানের মালিক আল্লাহ; এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন। (কে কোথায়, কবে কুফুরী করিয়াছে সব তিনি অবগত। অদৃশ্য হয়ত শাস্তি-বিধান যখন তখন করেন না বা অন্য কাহারও মতামত অনুযায়ী করেন না; যেহেতু তিনি) সর্বাধিক বুদ্ধিমান (তাই অন্যের প্রভাবে তিনি শাস্তি-বিধান করেন না। তিনি যে নিয়ম ও সময় নির্দ্ধারিত রাখিয়াছেন সেই অনুসারে শাস্তি দিবেন।) (৬ পারা ৩ রুকু)

(৬) وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۔ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۔

অর্থ:—যে ব্যক্তি আল্লার বরখেলাফ চলিবে এবং আল্লার রসুলের বরখেলাফ চলিবে (তাহার জন্য) আল্লাহ ভীষণ শাস্তিদাতা। (শাস্তি ভোগে বাধ্য করার সময় তিরস্কার স্বরূপ ঐ শ্রেণীর লোকদেরে বলা হইবে,) এই শাস্তি ভোগ করিতে থাক এবং জানিয়া রাখ, (তোমাদের ন্যায়) কাফেরদের জন্য দোযখের আজাবই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৯ পাঃ ১৬ রুঃ)

(৭) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

অর্থ:—তাহারা কি জানে না যে, যে কেহই আল্লার বরখেলাফ চলিবে এবং তাঁহার রসুলের বরখেলাফ চলিবে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, অনন্তকাল সে সেই জাহান্নামের আগুনে থাকিবে। (১০ পাঃ ১৭ রুঃ)

(৮) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۔

অর্থ:—ঐ দিনকে স্মরণ কর, যে দিন অন্যায়কারী কাফের স্বীয় কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া নিজের হাত কামড়াইতে থাকিবে এবং বলিবে, আ···হ! যদি আমি রসুলের সঙ্গে থাকার পথ অবলম্বন করিতাম! (১৯ পাঃ ১ রুঃ)

(৯) اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۔ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۔ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۔

অর্থ:—আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদের প্রতি অভিশাপের ঘোষণা জারী করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ভীষণ প্রজ্জলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা চিরকাল অনন্তকাল উহার মধ্যে থাকিবে। সেখানে তাহারা কোন পক্ষ সমর্থনকারী বা সাহায্যকারী পাইবে না। যে দিন দোযখের মধ্যে তাহাদের চতুস্পার্শ্ব অগ্নি দগ্ধ করা হইবে, সে দিন তাহারা অনুতপ্ত হইয়া বলিবে, আ হা! যদি আমরা আল্লার ফরমাবরদারী-বশ্যতা স্বীকার করিতাম এবং রসুলের ফরমাবরদারী করিতাম! ( ২২ পা: ৫ রু: )

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ۔ (১০)

অর্থ:—যুগে যুগে কাফেরদের অবস্থা একই রূপ হইয়াছে—তাহারা সকলেই রসুলের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে তাহাদের উপর আজাব ও শাস্তি প্রবর্তিত হইয়াছে। ( ২৩ পা: ১০ রু: )

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ (১১)
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايٰتِ
رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا۔ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِينَ۔ قِيلَ ادْخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا۔ فَبِئْسَ
مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔

অর্থ:—কাফেরদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে। তাহারা জাহান্নামের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর উহার দরওয়াজা খোলা হইবে এবং জাহান্নামের কার্য্যপরিচালকগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, তোমাদের নিকট তোমাদেরই স্বজাতি ( মানুষ ) রসুলরূপে আসিয়াছিলেন না কি? তাঁহারা তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর ( কিতাবের ) আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইছিলেন না কি? এবং তোমাদের সম্মুখে এই দিনটি উপস্থিত হইবে বলিয়া তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন না কি? তাহারা উত্তর করিবে—হাঁ, আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আল্লার আজাবের আইন ( আমাদের ন্যায় বদ-নছীব ) কাফেরদের উপর প্রয়োগ হওয়ার ছিল তাহা হইয়াছে।

অতঃপর তাহাদের প্রতি আদেশ জারী হইবে যে, দোযখের ফটক সমূহে প্রবেশ কর, তোমাদের দোযখেই থাকিতে হইবে। (রসুলের প্রচারিত সত্য ধর্ম হইতে) অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী অহংকারীদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান; জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ এবং কষ্টের স্থান। (২৪ পাঃ ৫ রুঃ)

(১২) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

অর্থ—যে ব্যক্তি আল্লার ফরমাবরদারী করিবে, আল্লার রসুলের ফরমাবরদারী করিবে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইবেন, সেখানে আরামের জন্য নদী ও নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ ফরমাবরদারী হইতে বিরত থাকিবে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা কষ্টদায়ক আজাব দিবেন। (২৬ পাঃ ১০ রুঃ)

(১৩) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

অর্থ:—যাহারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিবে এবং তাঁহার রসুলের নাফরমানী করিবে তাহাদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, সেখানে তাহারা চিরকাল অনন্তকাল থাকিবে। (২৯ পাঃ ১২ রুঃ)

* মোসলেম শরীফের ৮৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ আছে—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার যুগের বিশ্বমানবের যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত এমনকি ইহুদ ও নাছারা (যাহারা আল্লাহ-প্রেরিত ধর্ম আল্লার রসুল ও কিতাবের অনুসারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে) তাহাদের মধ্যে হইতেও যে কোন ব্যক্তি আমার আবির্ভাবের সংবাদ অবগত হইয়া আমার আনীত দীন ও ধর্মের প্রতি ঈমান না আনিয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে অনিবার্য্যরূপে দোযখী হইবে।

## ৩। পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান না আনিলে?

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

অর্থ:—যাহারা আল্লার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার না করিবে তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (৩ পাঃ ৯ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ـ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ـ

অর্থ :—যাহারা (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার করিবে না অচিরেই আমি তাহাদিগকে দোযখের আগুনে ঢুকাইব। যতবার তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইয়া পাকিয়া যাইবে—পাকিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্তে নূতন চামড়া আমি বদলাইয়া দিব। এইরূপ এই ব্যবস্থা করা হইবে, যাহাতে তাহারা আজাবের কষ্ট ভালরূপে ভুগিতে থাকে। (৫ পাঃ ৫ রুঃ)

(৩) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

অর্থ :—আল্লাহ (পবিত্র কোরআনে) যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিবে তাহারা নিশ্চিতরূপে কাফের। (৬ পাঃ ১১ রুঃ)

(৪) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ـ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ـ

অর্থ :—যাহারা আল্লার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে স্বীকার করে না এবং উহা হইতে ফিরিয়া থাকে তাহাদের চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কেহ নাই, তাহাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেহ নাই। যাহারা আমার (কোরআনের) আয়াত সমূহ হইতে ফিরিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমি তাহাদের এই ফিরিয়া থাকার দরুণ প্রতিফল স্বরূপ কঠিন আজাব ভোগাইব। (৮ পাঃ ৭ রুঃ)

(৫) وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থ :—যে কোন দলের লোক কোরআনকে না মানিবে তাহাদের জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১২ পাঃ ২ রুঃ)

(৬) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থ :—যাহারা আল্লার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান না আনিবে এবং উহাকে স্বীকার না করিবে আল্লাহ তাহাদিগকে হেদায়েত দান করিবেন না, অর্থাৎ অনিবার্য্যতঃ তাহারা পথ-ভ্রষ্ট থাকিয়া যাইবে এবং তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি ও আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (১৪ পাঃ ২০ রুঃ)

(৭) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ـ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অর্থ ঃ—যখন তাহাকে আমার কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হয় তখন সে উহা গ্রহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক এইরূপ পাশ কাটিয়া চলিয়া যায় যেন সে উহা শুনেই নাই, যেন তাহার কানের মধ্যে ডাট পুরিয়া রাখা হইয়াছে। (এই ধরণের লোক যাহারা) তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া দিন। (২১ পাঃ ১০ রুঃ)

(৮) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ -

"যাহারা স্বীয় প্রভুর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিবে তাহাদের জন্য ঘৃণিত ও ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।" (২৫ পাঃ ১৭ রুঃ)

(৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

অর্থ ঃ—যাহারা আমার কোরআনের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা দোযখী। (২৭ পাঃ ১৮ রুঃ)

(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ ঃ—যাহারা আমার (কোরআনের) আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা দোযখী হইবে, চিরকাল তাহারা দোযখে থাকিবে। (২৮ পাঃ ১৫ রুঃ)

**বিশেষ লক্ষ্যণীয় ঃ** প্রথম শিরোনাম—"কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই" ইহার প্রমাণে ২০টি আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, দ্বিতীয় শিরোনামের ১৩টি আয়াত, তৃতীয় শিরোনামের ৯টি আয়াত এবং চতুর্থ শিরোনামের ২নং আয়াতও প্রথম শিরোনামের বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং "কাফেররা চিরজাহান্নামী তাহাদের নাজাত ও মুক্তি নাই" এই সত্যের পক্ষে মোট ৪৩টি আয়াত পবিত্র কোরআন শরীফে বিদ্যমান আছে।

## ৪। মোমেনদের জন্যই মুক্তি—একমাত্র ইসলাম ধর্মই আল্লার নিকট গ্রহণীয়।

(১) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থ ঃ—যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে একমাত্র তাহারাই বেহেশতবাসী, তাহারা চিরকাল সেখানে থাকিবে। (১ পাঃ ৯ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ - وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ -

অর্থ :—যাহারা কাফের তাহাদের জন্য ভীষণ আজাব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়াছে একমাত্র তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার। ( ২২ পাঃ ১৩ রুঃ )

(৩) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ -

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার নিকট গ্রহণীয় ধর্ম একমাত্র ইসলাম।" ( ৩ পাঃ ১০ রুঃ )

(৪) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ - وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থ :—যে কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন—ধর্ম অবলম্বন করিবে তাহার সেই অবলম্বিত ধর্ম কম্মিনকালেও গ্রহণীয় হইবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ( ৩ পাঃ ১৭ রুঃ )

বোখারী শরীফ ৪৩১ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ আছে—বেলাল (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশক্রমে ঢোল-শোহরতের সহিত এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ

"ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মোসলমান হইয়াছে—কেবলমাত্র সেই মোসলমান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই বেহেশতে যাইতে পারিবে না।"

মোসলেম শরীফে ৫৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন--

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا

অর্থ :—যে আল্লার হাতে আমার জান তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, মোমেন না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা বেহেশতে যাইতে পারিবে না।

## ৫। মোমেন ও মোসলমান হওয়ার জন্য কি কি আবশ্যক?

(১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

অর্থঃ—হে ঈমানের দাবীদারগণ! তোমাদিগকে ঈমান আনিতে হইবে আল্লার প্রতি, আল্লার রসুলের প্রতি এবং ঐ কেতাবের প্রতি যে কেতাব আল্লাহ স্বীয় রসুলের উপর নাযেল করিয়াছেন। (৫ পাঃ ১৭ রুঃ)

(২) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ ... فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

অর্থঃ যাহারা রসুলে-উম্মীর প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহার সহযোগিতা করিবে এবং ঐ আলোর অনুসরণ করিবে যে, আলো তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে; একমাত্র তাহারাই মুক্তি এবং জীবনের সফলতা লাভ করিবে (আলো অর্থাৎ কোরআন)। (৯ পাঃ ৯ রুঃ)

আলোচ্য ৫নং বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ বোখারী শরীফ ১ম খণ্ডে ৪৬ নং হাদীছে বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছের মধ্যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিব্রাঈল ফেরেশতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঈমান ও ইসলামের বিবরণ দান করিয়াছেন। উক্ত হাদীছকে হাদীছে-জিব্রাঈল বলা হয়। বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফ প্রত্যেক কিতাবেই ঐ হাদীছখানা বর্ণিত আছে।

## ৬। যে কোন আমল আল্লার নিকট গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ

অর্থঃ—যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাল কাজ—নেক আমল করিবে, যদি সে মোমেন হয় তবেই তাহার সেই সৎ কার্য্যগুলি গ্রহণযোগ্য হইবে এবং তাহার সে সাধনা বৃথা যাইবে না এবং আমি তাহা লিখিয়া রাখিব। (১৭ পাঃ ৭ রুঃ)

## ৭। কাফের ব্যক্তির ভাল কর্ম আখেরাতে নিস্ফল হইবে।

(১) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

অর্থঃ—কাফেরগণ (পুণ্য ও পরকালের ভাল প্রতিদানের আশায়) ইহকালীন জীবনে যাহা কিছু দান-খয়রাত করিয়া থাকে (তাহাদের কাফের হওয়ার দরুণ ঐ দান-খয়রাত পরকালে নিস্ফল ও বরবাদ প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে) উহার অবস্থা ঐ ফসলে পরিপূর্ণ

জমীনের ন্যায় যাহার মালিক কাফের এবং ঐ জমীনের উপর ভীষণ হীমবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় বরফ জমিয়া সমুদয় ফসল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (কাফেরদের দান-খয়রাতের এই পরিণতি সংক্রান্তে) আল্লাহ তাহাদের প্রতি অন্যায় বা জুলুম করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে—নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)

পাঠকবর্গ! কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ফসলে পরিপূর্ণ জমীনের সমুদয় ফসল বরফ-বায়ুর দরুণ নষ্ট হইয়া যায়; উহা হইতে একটি দানাও লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। তদ্রূপ কাফের ব্যক্তির সমুদয় দান-খয়রাত তাহার কাফের হওয়ার দরুণ নষ্ট ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে।

দৃষ্টান্তের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ফসলের জমীর মালিক কাফের উল্লেখ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু মোসলমানগণ আপদে-বিপদে ছওয়াব ও পুণ্য লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন মোসলমান ব্যক্তির জমীর ফসল নষ্ট হইলে দুনিয়ার দিক দিয়া যদিও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ফসল জন্মাইতে তাহার শ্রম ও তাহার চেষ্টাসমূহ নিষ্ফল হয়, কিন্তু পরকালে সে এই ক্ষতির প্রতিদানে ছওয়াব লাভ করিবে। পক্ষান্তরে কোন কাফের ব্যক্তির জমীর ফসল নষ্ট হইয়া গেলে সে ঐরূপ প্রতিদানের উপযুক্ত নয় বলিয়া ঐ ফসল জন্মাইতে তাহার যত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার সমুদয় পরিশ্রম ও চেষ্টা সর্বদিক দিয়াই বৃথা ও নিষ্ফল হইয়া যায়—দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিক দিয়া। অতএব, কাফেরদের দান-খয়রাত পরকালে সম্পূর্ণরূপে বৃথা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হওয়া বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তে জমির মালিক কাফের বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা কাফেরদের দান-খয়রাত বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন করিয়া স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন—"(তাহাদের দান-খয়রাত বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করেন নাই, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছে।" (যেহেতু তাহারা দান-খয়রাত ইত্যাদি আমল আল্লার নিকট গ্রহণীয় হওয়ার অন্যতম শর্ত ঈমান অবলম্বন করে নাই।)

(১) وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

অর্থঃ—যে ব্যক্তি ঈমানকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করিবে তাহার সমুদয় আমল ও নেক কার্য্য বরবাদ হইয়া যাইবে এবং সে পরকালে সর্বহারা ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত হইবে। (৬ পাঃ ৫ রুঃ)

(২) مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ -

অর্থ :—যাহারা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে অস্বীকার করিয়া কাফের হইয়াছে তাহাদের সমুদয় আমল এবং সৎকার্য্য সমূহের অবস্থা এইরূপ, যেমন—কতগুলি ছাই-ভস্ম যাহার উপর প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। (এমতাবস্থায় যেরূপ ঐ ছাই-ভস্মের অণু-পরমাণুগুলি কোথাও কাহারও হাতে আসিতে পারে না, তদ্রূপ) কাফের স্বীয় কৃতকর্মের সুফল লাভ করার কোন সুযোগই পাইবে না। (১৩ পাঃ ১৫ রুঃ)

(৪) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً

অর্থ :—কাফেরদের কৃতকর্মসমূহ মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়; যাহাকে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি দূর হইতে পানি মনে করে, কিন্তু দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলে তখন উপলব্ধি করিতে পারে যে, ইহা পানি নয় যাহা পান করিয়া সে প্রাণ রক্ষা করিবে, বরং ইহা সেই মরুভূমির ভীষণ উত্তাপ—যাহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। (তদ্রূপ কাফের ব্যক্তি এই জগতে অনেক কার্য্য এরূপ করিয়া থাকে যাহাকে সে নিজের জন্য পরকালে সুফল প্রদায়ক মনে করে, কিন্তু পরকালে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইয়া সে দেখিতে পাইবে যে, উহা তাহার জন্য কোন প্রকার সুফল প্রদায়কই নয়, বরং সেই কঠিন সময়ে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত তথা চির-আজাবের সম্মুখীন হইবে।) (১৮ পাঃ ১১ রুঃ)

(৫) وَقَدِمْنَاۤ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاۤءً مَّنْثُوْرًا

অর্থ :—আল্লাহ বলেন— (কাফেররা যাহা কিছু আমল তথা ভাল কর্ম করে উহা আমার নিকট গ্রহণীয় নয় বলিয়া) আমি তাহাদের আমল বা ভাল কর্মসমূহকে ধুলা-বালুর অণু-কণার ন্যায় বিলীন করিয়া দিব—কর্তব্যের আওতা হইতে বাদ দিয়া দিব; (উহার উপর প্রতিফল দানের প্রশ্নই উঠিবে না।) (১৯ পাঃ ১ রুঃ)

(৬) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۔

অর্থ :—(কাফেরদের আজাব ও দুর্দশা এই জন্য হইবে যে,) তাহারা ঐ কেতাবকে অগ্রাহ্য করিয়াছে যে কেতাব আল্লাহ তায়ালা নাযেল করিয়াছেন; সদ্দরুণ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমুদয় আমল এবং সৎ কার্য্যাবলীকে নিষ্ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (২৬পাঃ ৫রুঃ)

পাঠকবর্গ! উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনায় কোরআনের বহু আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত দেখিতে পাইলেন যে, পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং কোরআনের প্রতি ঈমান অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। বরং আল্লার কোরআন ও রসূলের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আরও কতিপয় বস্তুর প্রতিও ঈমান আবশ্যক। বস্তুতঃ রসূলের হাদীছ ও আল্লার কোরআন ইহাই ইসলাম; এই ইসলাম ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই।

● কোরআন ও হাদীছের কোন কোন স্থানে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আসিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে অন্য বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঈমানের কথা উল্লেখ হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থানে ঈমানের বিষয়বস্তুগুলিকে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ না করিয়া শুধু ঈমান বা ঈমানের শুধু মূল জিনিষ উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐরূপ কোন আয়াত বা হাদীছের বাক্য দেখিয়া কোন কোন লোক ধোকায় পড়িয়াছে যে, একমাত্র আল্লার প্রতি ঈমান থাকিলেই দোযখ হইতে মুক্তি লাভ হইবে—যদিও রসুল ও কোরআন ইত্যাদির প্রতি ঈমান না থাকে। যেমন কোরআনের ১ম ছিপারায় একটি আয়াত আছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ۔

এই আয়াতটি দ্বারা এমন অনেকে ধোকা খাইয়া থাকে, যাহারা নিজকে তফছীরকার-রূপে প্রকাশ করে, অথচ তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষা লাভ করে নাই। বরং অভিধান বা অনুবাদ দেখিয়া এবং শব্দার্থের অনুবাদের সাহায্যে তফছীরকার সাজিয়াছে। ফলে তাহারা ঐ মানুষ-মারা ডাক্তারের ন্যায় তফছীরকার হইয়াছে—যে ডাক্তার অভিজ্ঞ ডাক্তার-শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ না করিয়া শুধু অভিধান ও অনুবাদের সাহায্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নামিয়াছে। এরূপ কার্য্যের কুফল যে কি মারাত্মক তাহা অতি সুস্পষ্ট। আর এক শ্রেণীর তফছীরকার আছে যাহারা সাত অন্ধ কর্তৃক হাতীর আকার নির্ণয়ের ন্যায় মুক্তি ও পরিত্রাণের মূল শর্ত ঈমানকে শুধুমাত্র এইরূপ সংক্ষিপ্ত দুই চারিটি আয়াত দ্বারাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ সব অগণিত আয়াত ও হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে না, যে সবের দ্বারা ঈমান রত্নের বিস্তারিত বিবরণ উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

মোসলমান সমাজের ঈমান রক্ষার্থে উক্ত আয়াতটির বিস্তারিত বিবরণ সহ তফছীর করা হইতেছে। যে তফছীর শুধু আজই নয়, বরং শত শত বৎসর পূর্ব হইতে বহু বহু তফছীর-কারগণের তফছীর-কেতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন।

এই আয়াতটি মদীনায় নাযেল হইয়াছে। অর্থাৎ ইসলামের দীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে—যখন মোসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তখন নাযেল হইয়াছিল। তখন মদীনা শরীফে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরাই শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর উন্নত ছিল। পবিত্র কোরআনেরই বর্ণনায় দেখা যায়, ইহুদীদের এবং নাছারা-খৃষ্টানদের এই আকিদা এবং দাবী ছিল যে, আমরা (ইহুদী-নাছারাগণ) নবীর বংশ, তাই আমরা আল্লার অতি আদরণীয় এবং প্রিয়পাত্র। এই আকিদা সূত্রে তাহারা এই দাবীও করিত যে,

আমরা কোন অবস্থাতেই দোযখে যাইব না। যদিই বা একান্ত যাইতে হয় তবে মাত্র অল্প কয়েক দিন সেখানে থাকিতে হইবে; তৎপর আমরা বেহেশত পাইব।

উল্লিখিত আকিদা ও দাবীর দ্বারা স্পষ্টতঃই আভাস পাওয়া যায় যে, তাহারা যেন আল্লাহ তায়ালার সংগে ঔরস বা মীরাস জাতীয় সম্বন্ধের ন্যায় কোন সম্বন্ধের মালিকানায় বিশ্বাসী। এমনকি তাহারা নিজকে "ابناء الله—আবনাউল্লাহ" আল্লার সন্তান-সন্ততি বলিয়া আখ্যায়িত করিত। এই বিশ্বাসের কুফল এই ফলিয়াছিল যে, ইহুদীবাদের ও নাছরাণী-বাদের সমাপ্তি এবং হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুওয়াত অকাট্য ও স্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা বুক ফুলাইয়া তাঁহার বিরোধীতা করিতে প্রয়াস পাইত এবং তাঁহার আনীত দীনকে গ্রহণ না করার বিষময় ফলের আইনগত শাস্তির ঘোষণা যখন দেওয়া হইত, তখন উহার প্রতিবাদে তাহারা নির্ভীক চিত্তে উল্লিখিত দাবী ও আকিদা প্রকাশ করিয়া থাকিত। লক্ষ্য করুন—ঐ ভুল ধারণা ও মিথ্যা আকিদার ফলাফল কত মারাত্মক ছিল! তাই ইহুদীদের এবং নাছারাদের ঐ দাবীর অসারতা প্রকাশার্থে আল্লাহ তায়ালা মুক্তি ও পরিত্রাণের ব্যাপারে স্বীয় নীতি উল্লেখ করতঃ এই আয়াতখানা নাযেল করেন এবং এরূপ ব্যাপক আকারের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করেন, যাহাতে বিশ্বের সকল ব্যক্তি ও সকল সম্প্রদায়ের মুখ বন্ধ করিতে এই নীতিই যথেষ্ট হয়। কেহই যেন আর ঐ ইহুদীবাদের বা নাছরাণীবাদের ন্যায় শুধু জন্মগত, বংশগত, বর্ণগত, ভাষাগত বা দলগত ভরসায় বসিয়া না থাকে, বরং প্রত্যেকেই যেন তাহার নাজাত এবং সাফল্য নিজের ঈমান ও আমলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উপলব্ধি করে।

এই আয়াতে বর্ণিত নীতিটি হইল এই যে, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালার এমন কোন সম্বন্ধ নাই যাহার ভিত্তিতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দেওয়া হইবে, বরং মুক্তির জন্য দুইটি গুণ অর্জনের আবশ্যক। একটি হইল ঈমান, দ্বিতীয়টি হইল আমলে-ছালেহ বা সৎকাজ। এই দুইটি গুণের উপরই নির্ভর করে মানুষের মুক্তি এবং জীবনের সাফল্য। অবশ্য যে যুগে এই গুণদ্বয় যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, মুক্তিও সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু মুক্তির এই সীমাবদ্ধতা এই জন্য কখনও হইবে না যে, ঐ সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আল্লার সঙ্গে আছে—যেমন ইহুদী ও নাছারাগণ ধারণা জন্মাইয়া রাখিয়াছে। বরং এই জন্য হইবে যে, মুক্তির শর্তদ্বয় এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

এই বর্ণনা হইতে একটি বিষয় ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন যে, কোরআন-হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত ইসলাম ধর্মের অতি আবশ্যকীয় এই আকিদা যে—একমাত্র ইসলাম ধর্মের মধ্যে তথা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এবং কোরআনকে মানিয়া চলার মধ্যেই মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে, অন্য কোন পথে ও মতে মুক্তি পাওয়া

যাইবে না। এই আকিদা এবং পূর্বোল্লিখিত ইহুদীদের আকিদার মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য এই যে, ইহুদীগণ বিশেষ সম্বন্ধের ভিত্তিতে অর্থাৎ বংশের ভিত্তিতে এবং দলভুক্তির ভিত্তিতে মুক্তির আশা ও আকিদা রাখে এবং এই কারণেই অকাট্যরূপে ইহুদীয় ধর্মমতের যুগের পরিসমাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার পরেও তাহারা সত্য ইসলাম ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইহুদী নামের এবং বংশের জোর দেখাইয়া মুক্তির দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে মোসলমানগণের আকিদার মূল হইতেছে এই যে, মুক্তির শর্ত ও ভিত্তি হইল ঈমান ও (গ্রহণীয়) আমলে ছালেহ; কোন বংশ, সম্প্রদায় বা দল নহে। অবশ্য সেই শর্ত এই যুগে অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত দীনে-ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সে জন্য কেয়ামত পর্য্যন্ত মুক্তিও এই ধর্মেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই উভয় সীমাবদ্ধতার প্রমাণ পূর্বালোচিত সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

অতঃপর আরও একটি জরুরী বিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে যে, মুক্তি ও পরিত্রাণের মূল শর্ত ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ যাহা কোরআন ও হাদীছের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, আল্লাহ, আল্লার রসুল, আল্লার কেতাব, আল্লার ফেরেশতা এবং পরকাল ও তকদীরের উপর ঈমান স্থাপন করিতে হইবে। যেমন পূর্বালোচিত সাতটি বিষয়ের ২, ৩ ও ৪নং বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোরআন-হাদীছের কোন কোন স্থানে ঐ ঈমান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ হওয়া অতি স্বাভাবিক, কারণ কোন একটি প্রশস্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইলে উহা কোন কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। তাই সৎ-নিয়্যত ও বুদ্ধিমান লোকের কাজ হইবে মুক্তির ব্যাপারে কোরআন-হাদীছের সমুদয় বিবরণকে সম্মুখে রাখিয়া তৎপর মুক্তির পথ নির্দ্ধারণ করা। পূর্বালোচিত ৫৬টি আয়াত ও ৫ খানা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত সাতটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা করুন, তবেই মুক্তির পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি ঐ বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শুধু সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আয়াতসমূহের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মুক্তির পথ নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করেন, তবে আপনি হাতীর আকার নির্ণয়কারী সাত অন্ধের ন্যায় হাস্যাস্পদ একজন অন্ধরূপে পরিগণিত হইবেন এবং গোমরাহীর তিমিরময় গর্তে নিপতিত হইয়া স্বীয় মুক্তির পথ হারাইয়া বসিবেন।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

আমাদের কর্তব্য—সত্য কথা পৌঁছাইয়া দেওয়া।

**আলোচ্য আয়াতের সরল অর্থ ঃ**

মোমেন অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়, **ইহুদী সম্প্রদায়,** নাছরানী সম্প্রদায় এবং ছাবেয়ী সম্প্রদায় (ইত্যাদি--বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের মধ্য হইতে) যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি (খাঁটীভাবে) ঈমান স্থাপনকারী এবং সৎ কার্য্যাদি অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাদের জন্য স্বীয় পালনকর্তার নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং তাহারা পরকালে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিবে।

এই আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় নাই, বরং উহার বিষয়বস্তু সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। কারণ এইস্থানে বর্ণনার আসল বিষয়বস্তু ঈমানের বিস্তৃত বিবরণ নহে, বরং এইস্থানের আসল বিষয়বস্তু হইয়াছে ফের্কা-বন্দির এবং দলীয় নাম জারীর ভুল ধারণাকে সংশোধন করা। অবশ্য কোরআন ও হাদীছের সমুদয় বিবরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এই সংক্ষেপের মধ্য হইতেই ঈমান সম্বন্ধীয় সব কিছু ফুটিয়া উঠিবে। প্রধানতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখা; ইহা আল্লার প্রতি ঈমান রাখার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষতঃ এই কারণে যে, রসুল আল্লারই প্রতিনিধি। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৪৮নং হাদীছেও ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে— উক্ত হাদীছের চতুর্থ পাদটিকা দ্রষ্টব্য। তদ্রূপ কোরআনের প্রতি ঈমানও আল্লার প্রতি ঈমানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কারণ কোরআন শরীফ আল্লারই ফরমান ও বাণী। অতঃপর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানও এই সঙ্গে জড়িত। কারণ আল্লার বাণী কোরআন তাঁহার প্রতিনিধি রসুলের নিকট ফেরেশতার মারফতেই পৌঁছিয়াছে। তকদীরের প্রতি ঈমানও আল্লার উপর ঈমানেরই অংশ। প্রথম খণ্ডে ৪৬নং হাদীছের বিশেষ দ্রষ্টব্যে প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার দুইটি গুণ বা ছেফতের সমষ্টি হইতেই তকদীর নামক বিষয়ের উৎপত্তি, সুতরাং ঐ ছেফতের উপর ঈমান রাখা আল্লার উপর ঈমান রাখারই অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা এই যে, মুক্তির মূল শর্ত ঈমানের ছয়টি বিষয়বস্তুর প্রথমটি অর্থাৎ "আল্লার প্রতি ঈমান" এর মধ্যেই আরো চারিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। (১) রসুলের প্রতি ঈমান (২) কোরআনের প্রতি ঈমান (৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান (৪) তকদীরের প্রতি ঈমান। এই সবের বিস্তারিত বর্ণনা এবং উহা ঈমানের অঙ্গ হওয়া কোরআন-হাদীছের বহু স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; অবশ্য সংক্ষেপ করার জন্য কোন কোন স্থানে ঐ কতিপয় বস্তুর সমষ্টির উপর একটি শিরোনামার ন্যায় আল্লার প্রতি ঈমানকে উল্লেখ করা হইয়াছে--যেহেতু অন্য চারিটি উহার অন্তর্ভুক্ত। কুচক্রিরা এই সংক্ষিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া লোকদিগকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে।

তাহারা এই আয়াতে আরও একটি প্রতারণার ফন্দি এইরূপে গ্রহণ করে যে, একমাত্র মোসলমানগণের জন্য মুক্তি সীমাবদ্ধ হইলে ইহুদী, নাছারা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বরাবরে الذين امنوا "যাহারা মোমেন হইয়াছে" বলিয়া মোসলমান সম্প্রদায়কে কেন উল্লেখ করা হইল?* এই প্রশ্নের মীমাংসা পূর্ববর্তী তফছীরকারকগণ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কুচক্রিগণ সেই পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম কোথায়? তাহাদের বিদ্যার সীমা অভিধান বা অনুবাদ।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, এখানে মোমেন তথা মোসলেম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করার মধ্যে অতি বড় দুইটি তথ্যপূর্ণ বিষয় ও উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। প্রথম এই যে, ان الذين امنوا "যাহারা মোমেন" ইহার উদ্দেশ্য হইল—যাহারা মোমেন হওয়ার দাবী করিতেছে। এই মোমেন হওয়ার দাবীদার সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মোনাফেক ছিল এবং সব যুগেই এরূপ থাকে। মোনাফেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাহারা প্রকাশ্যে মোমেন ও মোসলেম দলভুক্ত হইলেও ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় চিরতরে মুক্তি হইতে বঞ্চিত। তাই ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় মোমেন নামধারী মোনাফেকগণকেও সতর্ক করা আবশ্যক যে, খাটিভাবে ঈমান আনিয়া আমলে-ছালেহ করিলে মুক্তি পাইতে পারিবে নতুবা নহে। মোনাফেকগণ কোনও ভিন্ন সম্প্রদায়রূপে নির্দিষ্ট থাকে না, বরং বাহ্যতঃ মোমেন সম্প্রদায়রূপেই পরিচিত হইয়া থাকে, তাই ইহুদ-নাছারাদের বরাবরে সতর্কবাণীর আওতাভুক্ত করিয়া মোমেন সম্প্রদায়কেও উল্লেখ করা নিতান্ত সমুচিতই হইয়াছে। বন্ধুত্ব ভিত্তিক সতর্কবাণীর মধ্যে বন্ধুদের উল্লেখ বাহ্যতঃ আবশ্যক মনে না হইলেও বস্তুতঃ এই জন্য উহার আবশ্যক রহিয়াছে যে, বন্ধুত্বের মুখোসধারীরা ইহার দ্বারা সতর্ক হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় তথ্যটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাহা এই যে, এই আয়াত নাযেল হওয়াকালে মোমেন-মোসলমানগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়রূপে পরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই মুক্তি ও পরিত্রাণ সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা একমাত্র এই ভিত্তিতে যে, মুক্তি ও পরিত্রাণের মুল শর্ত ঈমান এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহুদীদের ন্যায় এরূপ ধারণা যে, আল্লার সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রহিয়াছে

---

* এই প্রশ্নের উত্তর দ্বারা আরও একটি বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে যে—ইহুদী, নাছারা, ইত্যাদি সম্প্রদায় সমূহের সঙ্গে الذين امنوا "যাহারা ঈমান আনিয়াছে" বলিয়া মোমেন সম্প্রদায়কে উল্লেখ করা হইল—অথচ এখানে এই কথার উপর বাক্য শেষ করা হইয়াছে যে, যে কেহ ঈমান ও আমলে-ছালেহ করিবে সে-ই মুক্তি পাইবে। এই ঘোষণা ইহুদী, নাছারা ইত্যাদি ঈমানহীন সম্প্রদায়গণের প্রতি প্রবর্তিত করা বোধগম্য, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যাহারা ঈমানদার তাহাদের প্রতি এই ঘোষণা কেন?

তাহার ভিত্তিতে তাহারা মুক্তির হকদার তাহা কখনও নহে। পরন্তু ঐরূপ ইহুদীবাদের মূল উচ্ছেদের জন্যই এখানে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নীতি ও মুক্তির আইন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই নীতি ও আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য বিধায় ইহুদীদের সঙ্গে সেই যুগের অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহকেও উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় এখানে মোমেন বা মোসলেম নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করাও আবশ্যক। কারণ এই সম্প্রদায়ও আল্লাহ তায়ালার ঐ নীতি ও আইনের বহির্ভূত নহে। মোমেন ও মোসলেম সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি ইহুদীদের ন্যায় ধারণা জন্মাইলে সেই ব্যক্তিও বিকৃত গণ্য হইবে এবং সেও নিঃসন্দেহে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে।* অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, ইহুদীবাদ ভিন্ন কথা এবং মুক্তির শর্ত মোমেন মোসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি ও পরিত্রাণ তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কথা। এবং ইহাও অতি স্পষ্ট যে, নীতি বা আইন কখনও সীমাবদ্ধাকারে ঘোষিত হয় না বটে, কিন্তু উহার ফলাফল বাস্তব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধরূপেই অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন বাদশাহ স্বীয় নীতি ও আইন এইরূপে ঘোষণা করে যে—শত্রু-মিত্র যে-ই আমার খাটী অনুগত হইবে আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিব। লক্ষ্য করুন, এই ঘোষণা যাহা একমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধেই ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে মিত্রের উল্লেখ কতইনা সুন্দর হইয়াছে! আলোচ্য আয়াতকে এই দৃষ্টিতে বুঝিবার চেষ্টা করুন।

উল্লিখিত বিবরণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতের সারমর্ম এই—"যাহার মধ্যে খাটী ঈমান ও আমলে-ছালেহ গুণদ্বয় পাওয়া যাইবে, সে-ই মুক্তি পাইবে; চাই সে প্রথম হইতেই মোমেন সম্প্রদায়ভুক্ত আছে বা ইহুদ, নাছারা, হুদুদ, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; সকলেই খাটী ঈমান ও আমলে-ছালেহ-এর ভিত্তিতে মুক্তি লাভ করিবে।"

৭৩০। হাদীছ ঃ— اِنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهٗ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهٖ

---

* যেরূপ হাদীছে বর্ণিত আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ফুফু ছফিয়্যা (রাঃ)কে এবং স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)কে প্রকাশ্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন ডাকিয়া ঘোষণা দিয়াছেন—

انقذى نفسك من النار لا اغنى عنك من الله شيئا

দোযখ হইতে নিজকে রক্ষা করার ব্যবস্থা তোমার নিজেকেই করিতে হইবে; আমি তোমাকে আল্লার আজাব হইতে রক্ষা করায় কোন সাহায্য করিতে পারিব না। অর্থাৎ তুমি নিজে রক্ষা পাওয়ার মূল ব্যবস্থা ঈমান ও আমল অবলম্বন না করিলে শুধু আমি আল্লার রসুলের সম্বন্ধ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান ইহাই যে, ঈমান না হইলে কোন সম্বন্ধই মুক্তির জন্য ফলপ্রসূ হইবে না। পক্ষান্তরে ইহুদী-নাছারাগণ নবীর সঙ্গে বংশ-সম্পর্কের দ্বারা নাজাত বা মুক্তির দাবীদার ছিল।

شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ

قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا.

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা একজন গ্রাম্য লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল—আপনি আমাকে এমন আমল ও কর্ম বাতলাইয়া দিন যাহা অবলম্বন করিলে আমি বেহেশত লাভ করিতে পারি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উত্তরে বলিলেন এক আল্লার এবাদত ও গোলামী করিবে, কোন বস্তুকেই তাঁহার শরীক ও অংশীদার করিবে না এবং নামায ভালরূপে আদায় করিবে যাহা ইসলাম ধর্মের একটি বিশিষ্ট ফরজ এবং যাকাত আদায় করিবে, উহাও একটি বিশিষ্ট ফরজ এবং রমজান মাসের রোযা রাখিবে। ঐ ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, যে আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, আমি এইসব কার্য্যগুলি সমাধা করিতে কোনরূপ বেশ-কম করিব না। অর্থাৎ আদেশ পালন করিতে ব্যতিক্রম করিব না এবং তাহা অতিক্রমও করিব না; ত্রুটিহীনরূপে ঐ কার্য্যগুলি নিষ্পন্ন করিতে থাকিব। এই বলিয়া যখন সে চলিয়া যাইতেছিল তখন নবী (দঃ) উপস্থিত লোকদেরে বলিলেন, কাহারও বেহেশতী মানুষ দেখিবার খাহেশ থাকিলে এই ব্যক্তিকে দেখিতে পারে।

৭৩১। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহজগৎ ত্যাগ করার পর যখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং আরববাসীদের কয়েকটি দল (ইসলাম বা ইসলামের কোন কোন বিধানের) বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিল। (তন্মধ্যে একটি দল এরূপও ছিল যাহারা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের প্রতি ঠিক ঠিকরূপেই ঈমানদার ছিল এবং ইসলামের সমুদয় বিধি-নিষেধের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু একটি মাত্র বিধান অর্থাৎ যাকাত আদায় করা ইসলামের বিধানরূপে মান্য করিতে তাহারা অস্বীকার করিল। আবু বকর (রাঃ) তখন গভীর রাজনীতিবিদের সুষ্ঠ পরিচালনাশক্তির ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন যে, ঐসব বিদ্রোহী ও বিরোধীদের প্রতি সৈন্য পরিচালনার প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। এমনকি যে দলটি সর্বাঙ্গীন ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল শুধু যাকাতের বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিত, তাহাদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইতে উদ্যত হইলেন।) তখন ওমর (রাঃ) (তাঁহাকে এই অভিযান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, আপনি ঐ লোকদের প্রতি কিরূপে অভিযান চালাইবেন (যাহারা যাকাতকে ইসলামের বিধানরূপে না মানিলেও আল্লার প্রতি, আল্লার

রসুলের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে? অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আমি যেন জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই—যাবৎ না তাহারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"—কলেমা-তাইয়্যেবার অনুগত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি উহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইবে সে ব্যক্তি স্বীয় জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হইয়া যাইবে। (তাহার কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হওয়া কখনও ইসলাম অনুমোদন করিবে না।) অবশ্য ইসলামের বিধান মতেই যদি সে কখনও শাস্তির উপযোগী সাব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার উপর সেই বিধান প্রয়োগ করা হইবে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, ইসলামের মূলবস্তু কলেমা-তাইয়্যেবার প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ ও বাহ্যিক স্বীকৃতির দ্বারা সে নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিবে। তাহার আন্তরিক অবস্থার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইবে। ওমরের এই উক্তির প্রতিউত্তরে আবু বকর (রাঃ) তেজোদৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি সংগ্রাম চালাইব—যাহারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে। (অর্থাৎ যাকাতকেও নামাযের ন্যায় ইসলামের অপরিহার্য্য ফরজ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে,) এমনকি যদি তাহারা সামান্য একটি বকরীর বাচ্চা বা একগাছ দড়ি যাহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যাকাতরূপে আদায় করিত, এখন যদি উহা আদায় করিতে অস্বীকার করে তবে খোদার কসম—তাহাদের বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয় যুদ্ধ চালনা করিব।

ওমর (রাঃ) বলেন, আবু বকরের দৃঢ়তা দেখিয়া আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, ইহা তাঁহার সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত। তখন আমিও (গভীরভাবে চিন্তা করিয়া) বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই বিশুদ্ধ ও বাস্তব পন্থা।

**ব্যাখ্যা ঃ**—আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবিক পক্ষে বিচক্ষণতাপূর্ণ ও অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। কারণ, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী শক্তিসমূহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে মোসলমানদের বিন্দুমাত্র দুর্বলতার আভাস অনুভূত হইলে শত্রু পক্ষের মনোবল উতলাইয়া উঠিত এবং উহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইত। এতদ্ব্যতীত শরীয়তের মছআলাও ইহাই যে, ইসলামের কোন সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে কোন দল ও শক্তির আবির্ভাব হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া মোসলমানদের রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য—ফরজ।

ওমর (রাঃ) এখানে যে হাদীছটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঐ হাদীছটি এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ হইয়াছে। পূর্ণ হাদীছটি আবু বকর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত ও কার্য্যধারার অনুকূলে স্পষ্ট প্রমাণ। বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ২২ নম্বরে এই হাদীছখানাই বিস্তারিত উল্লেখ হইয়াছে। সেখানে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (তৌহীদ বা একত্ববাদ)-এর সঙ্গে "মোহাম্মাদুর

রসুলুল্লাহ"-এর স্বীকৃতি এবং নামায ও যাকাত আদায়ের উল্লেখ স্পষ্টতঃই রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিষয়টি মোসলেম শরীফে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারেও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ وَبِمَا جِئْتُ بِهٖ

অর্থাৎ..... "যাবৎ না তাহারা আল্লার একত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি এবং (আল্লার তরফ হইতে) যেসব আদেশ-নিষেধাবলী আমি নিয়া আসিয়াছি ঐ সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনিবে" তাবৎ সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আদেশ বলবৎ থাকিবে।

## যাকাত আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণ

নবী (দঃ) ঈমানের অঙ্গীকার লওয়ার ন্যায় নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় ও জারী করার এবং যাকাত আদায় করারও অঙ্গীকার বিশেষভাবে লইতেন (৫১নং হাঃ)।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

"অমোসলেমরা যদি শেরেকী-কুফরী বর্জন পূর্বক ঈমানের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং নামায পূর্ণাঙ্গ আদায় ও জারী করে, যাকাত আদায় করে তবে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই পরিগণিত হইবে।" (১০ পাঃ ৮ রুঃ)

উক্ত আয়াতের পূর্ব রুকুতে এইরূপ আরও একটি আয়াত রহিয়াছে (যাহার উদ্ধৃতি প্রথম খণ্ড ২২নং হাদীছ পরিচ্ছেদে আছে) সেই আয়াতে বলা হইয়াছে, যদি অমোসলেমরা ঈমানের দীক্ষা গ্রহণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করে তবে তাহাদিগকে জান-মাল ইত্যাদির সর্বপ্রকার নিরাপত্তা দান কর।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মে দেখা যায়, মোসলমান দলভুক্ত ও মোসলমানদের ধর্মীয় ভাই পরিগণিত হওয়ার জন্য এবং মোসলমানরূপে জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হওয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ ঈমানের সঙ্গে বাহ্যিক আমলরূপে নামাযের প্রয়োজনীয়তার ন্যায়ই যাকাত আদায়ের প্রয়োজনও রহিয়াছে। যাকাত ফরজ হওয়া অস্বীকার করিলে সে মোসলমান দলভুক্ত গণ্য হইবে না এবং যাকাত আদায়ে অসম্মত হইলে সে জান-মালের নিরাপত্তা হইতে বঞ্চিত হইবে।

## যাকাত না দেওয়ার গোনাহ ও শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ -

অর্থ ঃ—যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে* পুঞ্জি করিয়া রাখে এবং উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করে না, তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক আজাবের সংবাদ জানাইয়া দিন। (এই আজাব তাহাদের উপর ঐ দিনই হইবে) যেদিন ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যগুলি জাহান্নামের অগ্নিতে আগুনতুল্য উত্তপ্ত করিয়া উহা দ্বারা তাহাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠ দাগান হইবে** (এবং তিরস্কার করিয়া বলা হইবে) ইহা ঐসব ধনরাশি যাহা তোমরা নিজ সম্পদ ও উপভোগের বস্তুরূপে পুঞ্জি করিয়া রাখিয়াছিলে ; (উহার যাকাত পর্য্যন্ত আদায় কর নাই এই ভয়ে যে, কম হইয়া যাইবে।) এখন ঐসব ধন পুঞ্জি করিয়া রাখার শাস্তি ভোগ কর। (১০ পাঃ ১১ রুঃ)

**ব্যাখ্যা ঃ**—মোসলেম শরীফের বর্ণনায় এই হাদীছের বিষয়বস্তু এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যের (মধ্যে আল্লার) হক্ক তথা যাকাত আদায় করিবে না তাহাদের শাস্তির জন্য কেয়ামতের দিন ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যকে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা বড় চাদর ও পাতরূপে তৈরী করিয়া উহাকে জাহান্নামের আগুনে অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহার দ্বারা ঐ মালিকের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠ দাগান হইবে। বার বার উহাকে গরম করিয়া দাগান হইতে থাকিবে। তাহার এই শাস্তি দোযখে যাইবার পূর্বেই—কেয়ামতের দিন তথা হিসাব-নিকাশের ঐ দিনে হইবে, যে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে। অতঃপর যখন সকলের হিসাব-নিকাশ ও ফয়ছালা শেষ হইয়া যাইবে তখন ঐ ব্যক্তিকে হয়ত বেহেশতের পথের সুযোগ দেওয়া হইবে। (যদি তাহার এই শাস্তি ভোগে ঐ গোনাহের সমাপ্তি হয় এবং সে অন্য গোনাহের দরুণ দোষখী না হয়।) অথবা দোযখের প্রতি হাঁকানো হইবে।

---

* স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য মালামালের যাকাত না দিলে উহার জন্যও আলোচ্য শ্রেণীর আজাব এইরূপে হইতে পারে যে, উক্ত মালামালের মূল্য পরিমাণের স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা এই প্রণালীতে আজাব দেওয়া হইবে। অবশ্য পশুপালের যাকাত না দিলে সেক্ষেত্রে পশুপালের দ্বারা ভিন্ন প্রণালীতে আজাব দেওয়ার উল্লেখ সম্মুখের হাদীছে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধন-সম্পদের যাকাত না দেওয়ার আজাব ভয়ানক বিষাক্ত অজগরের দ্বারা দেওয়াও ৭৩৪ নং হাদীছে বয়ান রহিয়াছে।

** যাকাত দানে বিরত কৃপণ ব্যক্তির এই শাস্তি অত্যন্ত সমীচীন। কারণ কোন গরীব মিস্কীন সাহায্য প্রার্থনাকারী তাহার সম্মুখে আসিলেই বিরক্তিভরে তাহার কপালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া যাইত। অতঃপর আরও বিরক্ত হইয়া পার্শ্ব ফিরিয়া উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিত। অতঃপর আরও বিরক্ত হইয়া রাগান্বিত অবস্থায় তাহার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক অন্য দিকে চলিয়া যাইত। তাই শাস্তি দানে এই তিনটি অঙ্গের বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য।

৭৩২। হাদীছঃ—

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاْتِي الْاِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ
اِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى
خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا
قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَاْتِي اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُولُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا
قَدْ بَلَّغْتُ وَيَاْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُولُ
لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ -

অর্থ ও ব্যাখ্যা—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতদানে বিরত থাকার শাস্তি বর্ণনা করিলে পর জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রসুলাল্লাহ! উষ্ট্রের যাকাত দান না করিলে তখন কি অবস্থা হইবে? নবী (দঃ) এই প্রশ্নের উত্তরে) ফরমাইয়াছেন, উষ্ট্রপালের উপর আল্লাহ তায়ালার যে হক আছে সেই হক আদায় করা না হইলে ঐ উষ্ট্রের মালিককে কেয়ামতের দিন হাশরের বিশাল ময়দানে শোয়ানো হইবে। তৎপর ঐ উষ্ট্রগুলি এমন অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইবে যে, উহার প্রত্যেকটি উষ্ট্র দুনিয়ায় থাকাকালীন সর্বাপেক্ষা অধিক মোটা তাজা ছিল (এবং ঐ উষ্ট্রগুলির একটিও, এমনকি একটি বাচ্চাও বাদ থাকিবে না, সবগুলিই উপস্থিত হইবে।) এবং সারি বাঁধিয়া ঐ মালিককে পদদলিত ও পিষ্ট করিতে থাকিবে এবং (কামড়াইতে থাকিবে)। (অতঃপর গরু-ছাগলের বিষয়েও জিজ্ঞাসা করা হইল। উত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐরূপই ফরমাইলেন যে, গরু) ছাগলের উপর আল্লার যে হক আছে সেই হক আদায় করা না হইলে উহার মালিককে কেয়ামতের দিন এক বিশাল ময়দানে শোয়ানো হইবে এবং ঐ গরু-ছাগল পালের সবগুলি অতি মোটা তাজারূপে উপস্থিত হইবে, (প্রত্যেকটি বক্রতাবিহীন ধারাল শিংযুক্ত হইবে) এবং ঐ মালিককে পিষ্ট ও পদদলিত করিতে থাকিবে এবং শিং দ্বারা ভীষণ আঘাত করিতে থাকিবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, এসব পশুপালের উপর আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত হক আছে তাহার মধ্যে একটি হক ইহাও যে, (গরীব-দুঃস্থদিগকে প্রচলিত দেশ-প্রথানুযায়ী প্রাপ্য সাহায্যের সুযোগ দানার্থে) পশুপালকে পানি পানের জন্য

যেখানে একত্রিত করা হয় সেখানেই দুগ্ধ দোহন করিবে (এবং গরীবদিগকে কিছু কিছু দুগ্ধ দান করিবে)।

এই বাক্যটির ব্যাখ্যা এই যে, আরব দেশে সচ্ছল ব্যক্তিগণ পশুপাল রাখিত। ঐ পশুপাল ময়দানে পাহাড়ে চরিয়া বেড়াইত। সে দেশে যেখানে-সেখানে পানি পাওয়ার উপায় নাই। কোন কোন স্থানে পানির ব্যবস্থা থাকে এবং চতুর্দিকের পশুপাল সেখানেই জমা হয়। এইভাবে এক একটি পানির স্থানে বহু পশুপালের ভীড় জমে এবং সেখানে গরীব দুঃখী অনাথ এতিমগণও চতুর্দিক হইতে আসিয়া ভীড় জমাইতে থাকে। তাহাদের আশা এই থাকে যে, এখানে বহু পশুপাল একত্রিত হইবে, তাই প্রত্যেকটি হইতে একটু-আধটু দুধ পাইলেই গরীবের একটি অঞ্জলি হইয়া যাইবে। পশুপালের যে সমস্ত মালিক উদার প্রকৃতির তাহারা বিশেষভাবে স্বীয় পশুপালের দুগ্ধ দোহনের ব্যবস্থা ঐ পানির স্থানেই করিয়া থাকিত, যেন গরীব দুঃস্থগণ ঐ সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয়। পক্ষান্তরে কৃপণ প্রকৃতির মালিকরা উহার বিপরীত—ঐ স্থানে দুগ্ধ দোহন হইতে বিরত থাকিতে সচেষ্ট হইত, যাহাতে দুঃখীদের দ্বারা বিব্রত হইতে না হয়।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বাক্যটির দ্বারা সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং পশুপালের মালিকগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে, যাকাত দান করা ত ফরজ আছেই; তদতিরিক্ত গরীব-দুঃখীকে সাহায্য পৌঁছাইবার উল্লিখিত আকারের রীতিও রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক।

ইসলাম যে কিরূপ জন-দরদী ও গরীব-কাঙ্গালের স্বার্থ সংরক্ষক নীতি সমূহের সমষ্টি, আলোচ্য বাক্যটি উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য বাক্যে বর্ণিত অনুশাসনের মূলনীতিটি এই যে, গরীব-কাঙ্গালগণের জন্য শরীয়ত যে হক ফরজরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, যেমন যাকাত-ফেৎরা উহা ছাড়াও শরীয়তি আইনের বাধ্য বাধকতা ব্যতীত দেশ-প্রথা ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গরীব-কাঙ্গালগণ ধনাঢ্যদের ধন হইতে যে সব সাহায্য, সহায়তা ও সুযোগ পাইয়া থাকে, ইসলাম ঐ সমস্ত সাহায্য ও সুযোগকে কায়েম রাখার পক্ষপাতী, শুধু পক্ষপাতীই নহে বরং ঐ সমস্ত গরীব-তোষণ, কাঙ্গাল-পোষণ রীতি ও প্রথাসমূহকে রক্ষা করিয়া চলার উপর কড়াকড়ি আরোপ করিয়া থাকে। যেমন প্রথম খণ্ড "ঈমানের শাখা প্রশাখা" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি দীর্ঘ আয়াতের মধ্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন "হিত ও মঙ্গল কামনা।" পরিচ্ছেদেও এই বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হইয়াছে।

ইসলাম ধন-দৌলতের ব্যাপারে উদারতা এবং ইনসাফ দ্বারা উভয় পক্ষের সীমা রক্ষা করিয়াছে। গরীব কাঙ্গালের সহায়তায় বহুমুখী ব্যবস্থা কায়েম করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে

এবং মালিকের মালিকানাকেও স্বীকৃতি দিয়াছে। ঐ রূপ নীতি সমূহই ইসলামের মধ্যপন্থী হওয়ার তথা ছেরাতুল-মোস্তাকীমের স্বরূপ।

পশুপালের যাকাত না দেওয়ার উল্লিখিত শাস্তি দোযখে যাইবার পূর্বে কেয়ামত তথা হিসাব-নিকাশের দিন হাশরের ময়দানেই হইতে থাকিবে। মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

হাশর-মাঠে হিসাব-নিকাশ ও বিচার পর্বের জন্য যে দিনটির অনুষ্ঠান হইবে সেই দিনটি পঞ্চাশ হাজার কিম্বা এক হাজার বৎসর পরিমাণ দীর্ঘ হইবে বলিয়া পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। যাকাত না দেওয়ায় সেই দীর্ঘ দিনের আজাবের বর্ণনাই এই হাদীছে রহিয়াছে; দোযখের শাস্তি ইহার পরে।

পশুপালের যাকাত না দেওয়ার গোনাহের দরুণ ঐ পশুপাল দ্বারাই শাস্তি প্রাপ্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে হাশরের ময়দানে উষ্ট্র, গরু, ছাগল ইত্যাদি দ্বারা অন্য কারণে শাস্তির বর্ণনার একটি হাদীছের প্রতিও এখানে বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেই হাদীছটি মূল গ্রন্থের ৪৩২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। উহার বিবরণ এই—

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা গণীমতের মালে খেয়ানত করার শাস্তি বর্ণনা করিয়া বিশেষ ভাষণ দান পূর্বক বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে সতর্ক থাকিও—কেহ যেন এই অবস্থার সম্মুখীন না হও যে, কেয়ামতের দিন ঘাড়ের উপর ছাগল চড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে বা ঘোড়া চড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে—এই অবস্থায় কেহ আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিব যে, আমি এখন কোন সাহায্যই করিতে পারিব না, আমি দুনিয়ার জীবনে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম।

"কিম্বা ঘাড়ের উপর উট সওয়ার হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলে আমি ঐরূপেই তাড়াইয়া দিব। অথবা অন্য কোন মাল ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসে, এমতাবস্থায় আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে আমি ঐ বলিয়া তাড়াইয়া দিব। কিম্বা ঘাড়ের উপর কাপড় উড়িতে থাকে এমতাবস্থায় আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেও ঐরূপে তাড়াইয়া দিব।

**ব্যাখ্যা ঃ**—কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের দ্বারা বিজিত মালকে গণীমতের মাল বলা হয়। উহার চার পঞ্চমাংশ জেহাদে অংশ গ্রহণকারী সৈনিকগণের হক, আমীর কর্তৃক উহা তাহাদের মধ্যে বণ্টন হইবার পর তাহারা নিজ নিজ অংশের মালিক সাব্যস্ত হইবে। আমীর কর্তৃক বণ্টনের পূর্বে উহা হইতে কেহ কোন বস্তু গোপনে হস্তগত করিলে তাহাই গণীমতের মালে খেয়ানত গণ্য হইবে। সেই খেয়ানতের শাস্তিই উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ আমানতে খেয়ানত এবং স্বীয় অংশীদারের হক খেয়ানত করার

পরিণতি হইবার সঙ্গে তুলনা করিয়া উপলব্ধি করা অতি সহজ। কারণ, এইসব খেয়ানত গণীমতের মালে খেয়ানত অপেক্ষা অধিক জঘণ্য; কারণ, গণীমতের মালে ত অনির্দ্ধারিত হইলেও নিজের অংশ থাকে। তদ্রূপ অন্যের হক গোপনে আত্মসাৎ করা আরও অধিক জঘণ্য।

**মছআলাহ ঃ**—গরু, ছাগল, উট্ট ইত্যাদি পশুপালের উপর যাকাত ফরজ হয়, কিন্তু এই বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ শর্ত আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকার কেতাবে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ আমাদের বাংলাদেশে ঐসব শর্ত বিরল।

**৭৩৩। হাদীছ ঃ**—আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম; নবী (দঃ) তখন কাবা শরীফ গৃহের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। নবী (দঃ) বলিতেছিলেন, কাবার মালিকের কসম—তাহারাই অধিক বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কাবার মালিকের কসম—তাহারাই অধিক বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি আতঙ্কিত হইলাম যে নবী (দঃ) আমার কোন খারাব অবস্থা দেখিয়াছেন কি? আমি বসিয়া পড়িলাম। নবী (দঃ) ঐ কথাই বার বার বলিতেছিলেন। আমি আর চুপ থাকিতে পারিলাম না; আল্লাহ তায়ালাই জানেন, কিরূপ ভাবনা-চিন্তা আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম, ইহা রসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, ঐ লোক কাহারা? নবী (দঃ) বলিলেন, যাহাদের ধন-দৌলত বেশী; (তাহারাই কেয়ামতের দিন অধিক বিপদগ্রস্ত হইবে।) অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকার্য্যসমূহে ধন খচর করিতে থাকে ডানে, বামে এবং সম্মুখ দিকে (তাহারা বিপদগ্রস্ত হইবে না।) (৯৮২ পৃঃ)

নবী (দঃ) আরও বলিলেন, কসম ঐ আল্লার যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যিনি ভিন্ন কোন মাবূদ নাই—যে কোন মানুষ তাহার উটের দল বা গরুর দল কিম্বা ছাগলের দল রহিয়াছে এবং সে ঐ সম্পদের উপর আল্লার যে হক আছে তাহা আদায় করে না; কেয়ামতের দিন (হাশরের মাঠে) সেই উট বা গরু অথবা ছাগলগুলি সর্বাধিক বড় ও মোটা-তাজারূপে উপস্থিত করা হইবে। ঐগুলি সারিবদ্ধরূপে সেই ব্যক্তিকে পদদলিত করিয়া পিষ্ট করিতে এবং শিং দ্বারা আঘাত করিতে থাকিবে। সারির শেষ মাথা যাইতে না যাইতেই উহার প্রথম মাথা ঘুরিয়া পুনঃ আসিয়া যাইবে। (এইভাবে ঐ পশুগুলি দ্বারা হাশরের মাঠে সেই ব্যক্তি আজাব ভোগ করিতে থাকিবে—) সমস্ত লোকদের হিসাব-নিকাশ ও বিচার পর্ব শেষ করা পর্য্যন্ত। (তারপর তাহার হিসাব ও বিচারের পর তাহার জন্য বেহেশত বা দোযখ যাহা হয় সাব্যস্ত হইবে।) ১৯৬ পৃঃ

**৭৩৪। হাদীছ ঃ**— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ

مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ - ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ اَلْاٰيَةَ

অর্থ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করে না ; কেয়ামতের দিন তাহার ঐ ধন-দৌলতকে বিকট আকারের অতি বিষাক্ত অজগররূপে রূপান্তরিত করা হইবে, যাহার মুখের উভয় পার্শ্বে বিষ দাঁত থাকিবে। ঐ অজগরটিকে কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির গলায় গলাবন্ধরূপে পরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ঐ অজগরটি উভয় চিবুক দ্বারা পূর্ণ মুখে ঐ ব্যক্তিকে কামড় দিয়া বিষোদগার করিতে থাকিবে এবং বলিবে, "আমি তোমারই ধন-সম্পদ; আমি তোমারই রক্ষিত পুঁজি।"

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বক্তব্যের পর ইহার সমর্থনে কোরআন শরীফের নিম্ন আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ - سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

অর্থ ঃ—যাহারা আল্লাহ তায়ালারই দরায় দেওয়া ধন-সম্পদে কৃপণতা করে তাহারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, তাহাদের এই কৃপণতা বা এই ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য হিতকর ও মঙ্গলজনক হইবে। বরং ইহা তাহাদের জন্য অতি জঘন্য ও বিষময় ফলদায়ক হইবে। অচিরেই কেয়ামতের দিন এই কৃপণতার ধন-সম্পদকে তাহার গলায় গলাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। (তোমরা কেন কৃপণতা কর? অথচ—) বিশ্বের সব কিছু আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাধীনে থাকিয়া যাইবে (তুমি রিক্ত হস্তে চলিয়া যাইবে, সঙ্গে কিছুই নিতে পারিবে না)। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিটি কর্মের খোঁজ রাখেন। (৪ পাঃ ১ রুঃ)

**৭৩৫। হাদীছ ঃ**—তাবেয়ী আহ্নাফ-ইবনে-কায়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি (পবিত্র মদীনায় মসজিদের মধ্যে কোরায়েশ বংশীয় কয়েকজন লোকের মজলিসে বসিলাম। এমন সময় অতি সাধারণ বেশধারী একজন লোক মজলিসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সালাম করিলেন। তিনি বলিলেন—"যাহারা ধন-দৌলত পুঁজি করিয়া রাখে তাহাদিগকে

এই সংবাদ জানাইয়া দাও যে, তাহাদের প্রত্যেককে পরকালে এই শাস্তি দান করা হইবে যে, এক খণ্ড পাথর জাহান্নামের অগ্নিতে ভীষণ উত্তপ্ত করিয়া উহাকে বুকের উপর স্তনস্থলে* রাখা হইবে; সেই পাথর খণ্ড বুকের হাড্ডি-মাংস ইত্যাদি ভস্ম করতঃ সব কিছু ভেদ করিয়া পিঠের দিকে বাহির হইয়া আসিবে। পুনরায় পিঠের দিকে রাখা হইবে এবং ঐরূপে ভেদ করিয়া বুকের দিকে বাহির হইয়া আসিবে।"

এই বলিয়া ঐ লোকটি সে স্থান হইতে দূরে সরিয়া মসজিদের একটি থামের নিকটবর্তী যাইয়া বলিলেন, আমিও তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। আমি কিন্তু এখনও তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত নহি। (লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু-জর গেফারী (রাঃ)। তখন আমি বিশেষভাবে তাঁহার সন্নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে যাহা শুনিয়াছি কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করিয়াছি।) আমি বলিলাম, আপনার বক্তব্যের প্রতি উপস্থিত লোকদিগকে বিশেষ সন্তুষ্ট মনে হইল না। তিনি বলিলেন, এই সকল ব্যক্তিরা নির্বোধ। (অতঃপর এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করিলেন যে, একদা) আমার মাহবুব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, হে আবু-জর! তুমি ওহোদ পাহাড় দেখিতেছ কি? আমি আরজ করিলাম, হাঁ—দেখিতেছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার নিকট হইলে তাহাও আমি আমার জন্য জমা রাখিব না, উহার সম্পূর্ণ (আল্লার রাস্তায়) দান করিয়া দিব, শুধু মাত্র তিনটি মুদ্রা রক্ষিত রাখিব—(একটি পরিবারবর্গের খরচের জন্য, একটি ঋণ পরিশোধের জন্য, একটি গোলাম আজাদ করার জন্য)।

(আবু-জর (রাঃ) বলিলেন,) এ সমস্ত ব্যক্তিরা জ্ঞান-শূন্য বুদ্ধিহীন; এরা টাকা জমা করিতেছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমি কখনও তাহাদের ধনের প্রত্যাশী হইব না (তাই আমি তাহাদের অসন্তোষে ভীত নহি) এবং তাহাদের নিকট আমি ধর্ম বিষয়ও শিখিতে যাইব না। (কেননা আমি স্বয়ং রসুলুল্লার নিকট হইতে ধর্মজ্ঞান অর্জন করিয়াছি।)

**ব্যাখ্যা ঃ**—আবু-জর গেফারী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ধন-দৌলতের প্রতি অতিশয় বিরাগী ও বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন, এমনকি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতের মধ্যে উক্ত গুণের প্রতীক রূপে আবু-জর গেফারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবু-জর (রাঃ) সাধারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পত্তির পুঁজিপতি হওয়া নাজায়েয বলিতেন; পূর্বালোচ্য আয়াত ও হাদীছসমূহকে সরাসরি অর্থের উপরই

---

* এই বরাবরই অন্তর বা হৃদয় অবস্থিত। এই শাস্তির জন্য উক্ত স্থানটির বিশেষত্ব অতি সমীচীন; কারণ যাকাত না দেওয়া ও দান-খয়রাত না করার মূল হেতু ধন-দৌলতের মোহ, এবং উহা এই অন্তরেই জড়ানো থাকে।